পাক্ষিক

আহমদী

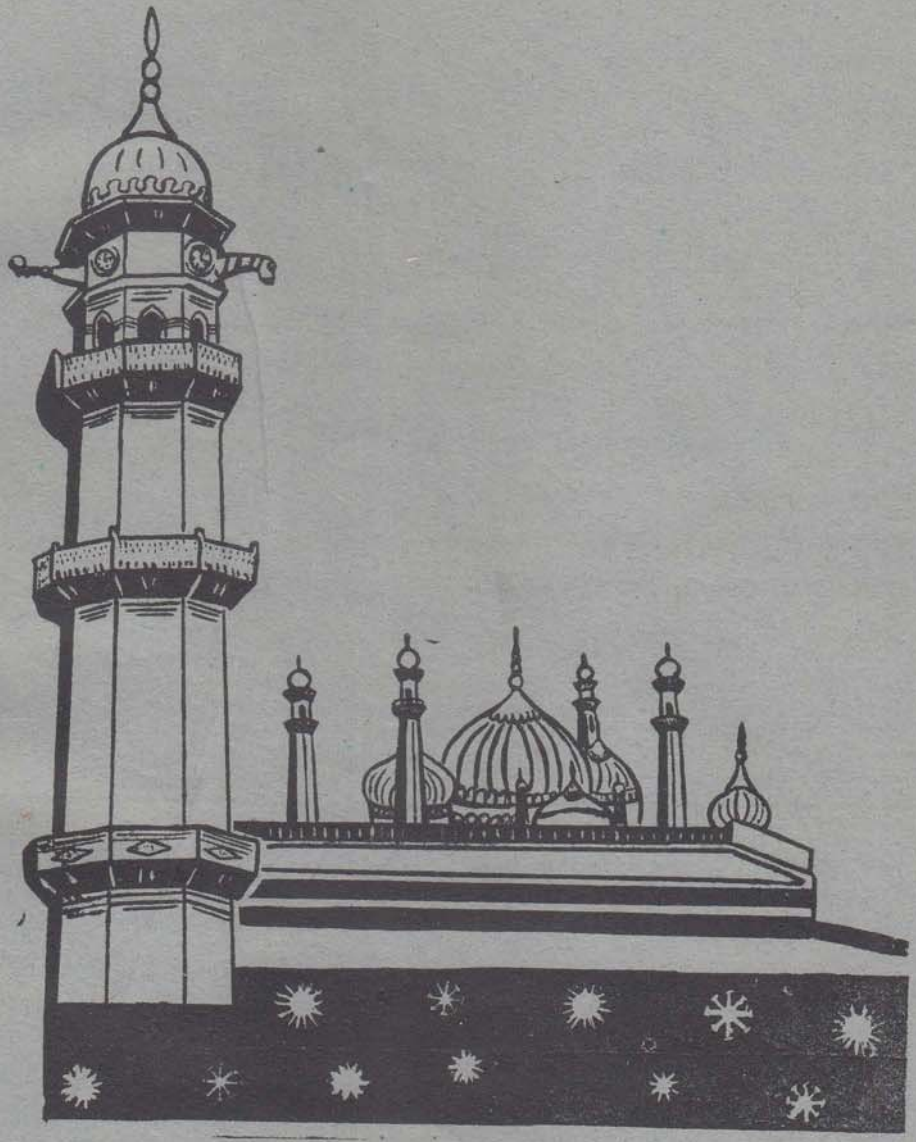

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

২৩—২৪শ সংখ্যা
১৫—৩০শে এপ্রিল, ১৯৬৮

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

২৩-২৪শ সংখ্যা
১৫-৩০শে এপ্রিল, ১৯৬৮ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৪০৯
হাদিস	অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	৪১১
অমৃত বাণী	অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	৪১২
নজুলে মসিহ্ নবীউল্লাহ্	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	৪১৩
পাপ	মোহাম্মাদ আবদুস সাত্তার	৪২০
দাজ্জালের আবির্ভাব	মাশরেক আলী	৪২৫
আহমদীদের প্রতি স্যার জাফরুল্লাহ খানের ভাষন	মোঃ আঃ সালাম সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত	৪৩১
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৪৩৪
সংবাদ	মো. আ. স.	৪৪০

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WOLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ১৫।৩০শে এপ্রিল : ১৯৬৮ সন : ২৩।২৪শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা ইউনুস

৪র্থ রুকু

৪০ ॥ বরং তাহারা এমন জিনিষকে মিথ্যা বলিয়াছে, যাহা তাহাদের জ্ঞানের আয়ত্বাধীন নহে এবং যাহার প্রকৃত মর্ম এখনো তাহাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীগণ (সমাগত সত্যকে) মিথ্যা বলিয়াছে। অতএব অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল।

৪১॥ তাহাদের কিছু লোক এমন আছে, যাহারা ইহার প্রতি ঈমান আনায়ন করিবে এবং কিছু লোক এমন আছে, যাহারা ঈমান আনয়ন করিবে না। এবং তোমার প্রভু অনর্থকারীদিগকে সম্যক অবগত আছেন।

৫ম রুকু

৪২॥ এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে তুমি বলিও, আমার জন্য আমার কর্ম (ফল) এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম (ফল) তোমরা আমার কাজের দায়িত্ব হইতে মুক্ত এবং আমিও তোমাদের কাজের দায়িত্ব হইতে মুক্ত।

৪৩। তাহাদের কতক তোমার (কথা) কান পাতিয়া শোনে (দোষ ধরিবার জন্য)। তুমি কি বধিরদিগকে তোমার কথা শুনাইতে পারিবে যদি তাহারা বুদ্ধি প্রয়োগ না করে?

৪৪॥ তাহাদের কতক তোমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারিবে যদি তাহাদের অন্তঃদৃষ্টি না থাকে।

৪৫॥ নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের উপর কোন অত্যাচার করেন না, বরং মানুষই নিজের উপর অত্যাচার করে।

৪৬॥ এবং যে দিন তিনি তাহাদিগকে একত্রিত করিবেন, তাহারা মনে করিবে যেন তাহারা দিনের এক ঘণ্টাকাল (দুনিয়াতে) অবস্থান করিয়াছিল। (সেই দিন) তাহারা একে অন্যকে চিনিতে পারিবে। নিশ্চয়ই তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে, যাহারা আল্লাহ্‌র দর্শনকে মিথ্যা বলিয়াছে এবং সৎপথ গামী হয় নাই।

৪৭॥ এবং আমি তাহাদের সহিত যে কথার অঙ্গীকার করিতেছি, তাহার কতক নিশ্চয় তোমাকে দেখাইব অথবা নিশ্চই তোমাকে মৃত্যু দান করিব। (সর্বাবস্থায়ই) আমাদের নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের কার্যের পর্যবেক্ষক।

৪৮॥ প্রত্যেক ধর্মমণ্ডলীর একজন করিয়া রসুল আছেন। যখন তাহাদের রসুল আগমন করেন, তখন তোমাদের মধ্যে সুবিচারের সহিত (বিষয়গুলি) মীমাংসা করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের উপর (সামান্য পরিমানও) অত্যাচার করা হয় না।

৪৯॥ এবং তাহারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে বলত, এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে?

৫০॥ তুমি বল, আমার নিজের ক্ষতি বা লাভের ক্ষমতা আমার নাই, তবে যাহা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। যখন তাহাদের মেয়াদ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহারা এক মূহুর্ত পশ্চাতে যাইতে পারে না বা অগ্রে আসিতে পারে না।

৫১॥ তুমি বল, তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ, যদি তাহার শাস্তি রাত্রি বা দিবা ভাগে (অকস্মাৎ) আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহা হইতে অন্যায়কারীগণ কিভাবে পলায়ন করিতে পারিবে?

৫২॥ তোমরা কি যখন শাস্তি আসিয়া পড়িবে তাহার পর উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে? (তখন তোমাদিগকে বলা হইবে) কি এখন (তোমরা ঈমান আণয়ন করিলে)? অথচ তোমরা ইহার জন্য ব্যস্ততা করিতেছিলে।

৫৩॥ অতঃপর সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে বলা হইবে তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ কর। তোমরা যাহা অর্জন করিতেছিলে শুধু তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে।

৫৪॥ এবং তাহারা তোমার নিকট জানিতে চাহে যে ইহা কি সত্য? এবং তোমরা (আল্লাহকে) পরাভূত করিতে পারিবে না।

★

হাদিস

ইহলোক ও পরলোক

১। আল্লাহর কসম পরলোকের সহিত ইহলোকের তুলনা, যেমন তোমাদের মধ্যে কেহ তাহার আঙ্গুল সাগরে ডুবাইয়া উঠাইয়া দেখ যে, কি উহার সহিত উঠিয়া আসে। (মোসলেম)

* * *

২। আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের দারিদ্র্যের জন্য ভীত নহি, বরং আমি ভীত যে, এই পৃথিবী তোমাদের জন্য বিস্তারিত হয়, যেরূপ তোমাদের পূর্বতীগণের জন্য বিস্তৃত হইয়াছিল। আমি আশঙ্কিত, তাহারা যেরূপ ইহাতে প্রলুব্ধ হইয়াছিল, তোমরাও সেইরূপ ইহাতে প্রলুব্ধ হইবে এবং ইহা তাহাদিগকে যেরূপে বিনষ্ট করিয়াছিল, তোমাদিগকেও সেইরূপে বিনষ্ট করিবে। (বোখারী ও মোসলেম)

* * *

৩। হে আল্লাহ! মাত্র প্রয়োজন—উপযোগী আহার্য মোহাম্মদের পরিজনকে দাও।

(বোখারী ও মোসলেম)

* * *

৪। তিনটি বস্তু মৃতের লাশের সহ গমন করে, তন্মধ্যে দুইটি ফিরিয়া আসে এবং একটি তাহার সহিত থাকিয়া যায়। তাহার পরিজনবর্গ, তাহার সম্পত্তি এবং তাহার কর্ম তাহার অনুগমন করে। তাহার পরিজন বর্গ এবং তাহার সম্পত্তি ফিরিয়া আসে এবং তাহার কর্ম চিরকালের জন্য তাহার সহিত থাকিয়া যায়। (বোখারী ও মোসলেম)

* * *

৫। পাঁচটি অবস্থা আসার পূর্বে পাঁচটি অবস্থার মর্যাদা কর। বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনের, পীড়ার পূর্বে স্বাস্থ্যের, দারিদ্র্যের পূর্বে স্বচ্ছলতার, কর্মের পূর্বে অবকাশের এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনের। (তিরমিযি)

* * *

৬। আল্লাহর দৃষ্টিতে এই পৃথিবীর মূল্য যদি মশার ডানার পরিমান হইত, তাহা হইলে তিনি অবিশ্বাসীকে ইহা হইতে এক চুমুক পানীয় দিতেন না।

(আহ্‌মদ, তিরমিযি, ইবনে মাযা)

* * *

৭। বিনাশ শীল বস্তু সঞ্চয় করিও না, তাহা হইলে তুমি পৃথিবীর প্রলোভনে পড়িবে।

(তিরমিযি)

* * *

৮। আল্লাহ্‌র পথে এক খাদেম ও এক বাহন তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

(আহ্‌মদ, তিরমিযি, নেছায়ী ও ইবনে মাযা)

* * *

৯। আদম সন্তানের জন্য তিনটি বস্তুর অতিরিক্ত কিছুতে অধিকার নাই—বাসের জন্য একটি গৃহ, লজ্জা নিবারণের জন্য একটি কাপড় এবং ক্ষুৎ—পিপাসা নিবারণের জন্য এক টুকরা রুটি এবং পানীয়।

(তিরমিযি)

* * *

১০। পৃথিবীর প্রতি নির্লিপ্ত হও, তাহা হইলে খোদা তোমাকে ভালবাসিবেন এবং মানুষের নিকট যাহা আছে উহা হইতে দূরে থাক, তাহা হইলে মানুষ তোমাকে ভালবাসিবে।

(তিরমিযি ও ইবনে মাযা)

* * *

১১। এই জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ যথা এক আশ্বারোহীর, যে এক বৃক্ষের ছায়াতলে বিশ্রামের উদ্দেশ্য যায় এবং বিশ্রাম—অন্তে উহা পরিত্যাগ করিয়া যায়। (আহ্‌মদ, তিরমিযি ও ইবনে মাযা)

* * *

১২। আমার প্রভু আমাকে মক্কার উপত্যকা স্বর্ণ পূর্ণ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, আমি উত্তরে অস্বীকার করি। বলিয়াছিলাম—আমি একদিনের আহার চাই এবং একদিন ক্ষুধার্ত থাকিতে চাই, যেন ক্ষুধার্ত থাকাকালে আমি তোমার নিকট বিনয়াবণত হই এবং তোমাকে স্মরণ করি এবং সে দিন আমি খাদ্যে পরিতৃপ্ত হই, সেই দিন তোমার প্রশংসা করি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। (আহমদ, তিরমিযি)

* * *

১৩। তোমাদের যে কেহ প্রভাতে প্রশান্ত মন, সুস্থ দেহ এবং দিনের খাদ্য সহ জাগ্রত হয়, তাহার অবস্থা যেন, এই পৃথিবীর সকল সম্পদ তাহার নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে। (তিরমিযি)

* * *

১৪। নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতীর জন্য বিপদ রহিয়াছে এবং আমার জাতীর জন্য বিপদ ধন। (তিরমিযি)

* * *

১৫। মেশ পালের মধ্যে প্রেরিত দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ উহার প্রতি অধিকতর লোভাতুর নহে, সম্পত্তি ও সুনাম লিপ্‌সু দুই ব্যক্তি অপেক্ষা।

(তিরমিযি ও দারেমী)

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

★

অমৃত বানী

দোয়াতত্ব

শিশু যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া স্তন্য পানের জন্য উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন মাতৃ স্তনে দুগ্ধ উথলিয়া উঠে। শিশু দোয়ার নাম পর্যন্তও জানেনা, কিন্তু তাহার কান্নায় কি ভাবে স্তনে দুগ্ধ উথলিয়া উঠে? এ বিষয়ে প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, মা স্তনে দুগ্ধ অনুভবও করে না কিন্তু শিশুর কান্নায় স্তনে দুগ্ধ আসিয়া যায়। সুতরাং আল্লাহ্‌ তায়ালার হুজুরে আমাদের কান্নাকাটি কি কিছুই আকর্ষণ করিয়া আনিতে সক্ষম নহে? নিশ্চয়ই আনে এবং সমস্ত কিছুই আনে। কিন্তু দৃষ্টিহীন ব্যক্তিগণ, যাহারা বিদ্যান এবং দার্শনিক সাজিয়া বসিয়া আছে, তাহারা দেখিতে পায় না। মায়ের সহিত শিশুর যে সম্বন্ধ, মানুষ যদি (আল্লাহ্‌ তায়ালার সহিত তাহার নিজের) সেই সম্বন্ধ স্মরণে রাখিয়া দোয়ার তত্বে মনোনিবেশ করে, তাহা হইলে বিষয়টি অত্যন্ত সহজ এবং সরল বোধ হইবে।

চাহিয়া যাইতে থাক, পাইতে থাকিবে।

ادعونی استجب

অর্থাৎ দোয়া কর, আমি কবুল করিব (পবিত্র কোরআন)। ইহা কোন ফাকা কথা নহে বরং ইহা মানব

প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বরূপ। মানুষের স্বভাব চাওয়া এবং আল্লহ্‌র কাজ পূরণ করা। যে ইহা না বোঝে এবং না জানে সে মিথ্যাবাদী। এক শিশুর যে উপমা দিয়াছি, উহা দোয়ার তত্ত্বকে একান্ত প্রাঞ্জল করিয়া দিয়াছে। (মলফুযাত—প্রথম খণ্ড ;১২৩ পৃঃ)

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

★

নজুলে মসিহ্ নবীউল্লাহ্

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

প্রথম কথা

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) খাতামান্নাবীঈন, কোরআন শরীফ শেষ শরীয়ত বিধান এবং দীনে ইসলামই একমাত্র পূর্ণ ধর্ম। অতএব এখন কিয়ামত কাল পর্যন্ত নূতন শরীয়ত নিয়ে আর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না।

এখন ইসলামের সংরক্ষণ ও সংস্কারের জন্য প্রতি শতাব্দীতে মোজাদ্দিদের আগমন হবে এবং শেষ যুগে ইমাম মাহ্‌দী, মসিহ নবীউল্লাহ্ আবির্ভূত হয়ে ইসলামকে সারা বিশ্বে জয়যুক্ত করবেন। দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানই এ বিষয়ে একমত। কিন্তু ইখতেলাফ হল মসিহ্ নবীউল্লাকে নিয়ে। কেহ কেহ বলেন, বনি ইস্রাইলীয় শেষ নবী হযরত ইসা (আঃ) শেষযুগে চতুর্থ আকাশ হতে অবতরণ করে ইমাম মাহ্‌দীর সহযোগে ইসলামের এই প্রতিশ্রুত খেদমত আঞ্জাম দেবেন। কিন্তু অপরদিকে আহ্‌মদী জামাতের বিশ্বাস হল, মসিহ্ এবং মাহ্‌দী একই ব্যক্তি। তিনি ইসা নবীউল্লাহ্ (আঃ) নহেন ইস্রাইলীয় মসিহ ইসা (আঃ)-এর পূর্বেই ইন্তেকাল হয়ে গেছে, অতএব আকাশ থেকে কেহই আসবে না। প্রতিশ্রুত মসিহ্ নবীউল্লাহ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মত হতেই হবেন।

নজুলে মসিহ নবীউল্লাহ মসিহ্ বিভ্রাট

সহি হাদিস পাঠে জানা যায় যে, আখেরী জামানায় যখন মুসলমান জাতি অধঃপতনের চরম স্তরে গিয়ে পৌঁছাবে, সারা বিশ্বে বিকৃত খ্রীষ্টান ধর্ম প্রসার লাভ করবে এবং সমগ্র জগতে যখন ব্যাপকভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকবে, তখন ক্রুশীয় মতবাদকে বাতিল এবং যুদ্ধবিগ্রহ রহিত করে শান্তি স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে মসিহ্ নবীউল্লাহ্ আগমন করবেন। তাঁর শুভাগমনে ইসলাম নব-জীবন লাভ করে সারা দুনিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি হাদিস হল, "ইউশেকুমান আশামিনকুম আইয়ালকা ইসাবনা মারয়ামা ইমামান মাহ্‌দীয়ান ওয়াহাকামান আদলান ফাইয়াকসেরুসালীবা ওয়া ইয়াকতুলুল খিনজিরা ওয়া জারাল হারবা।"

(মসনদ আহমদ হাম্বল, জিল্‌দ—২, পৃঃ ৪১১)

অর্থঃ—তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্যে (তখন) যারা জীবিত থাকবে, তারা অচিরেই ঈসা ইবনে মরিয়ম রূপী ইমাম মাহদীকে ন্যায় মীমাংসাকারীরূপে আসতে দেখবে, তিনি ক্রুশ (ধর্ম) ভঙ্গ করবেন, শূকর (প্রকৃতিগুলো) বধ করবেন ও যুদ্ধ রহিত করবেন।

২। "কাইফা তাহলেকু উম্মাতুল আনফি আউয়ালুহা ওয়াল মাসিহু ফি আখিরুহা",

(মেশকাত ও জামেউস্ সগীর সাইউতি, জি-২, পৃষ্ঠা ১০৬) অর্থ: কি করে ধ্বংস হবে আমার উম্মত যার প্রথমদিকে আমি রয়েছি এবং শেষদিকে মসিহ্ রয়েছেন।

৩। "কাইফা আনতুম ইজা না জালাবনু মারয়ামা ফিকুম ওয়া ইমামুকুম মিনকুম।" (বোখারী)।

অর্থ:—কেমন হবে তখন, যখন ইবনে মরিয়ম নাজিল হবেন, তোমাদের মধ্য হতে তোমাদেরই ইমাম হয়ে? এ ধরনের আরও বহু রেওয়ায়েত হাদিস গ্রন্থে বিদ্যমান আছে।

এই প্রতিশ্রুত ইসা নবীউল্লার আগমন সম্বন্ধে যদিও সমগ্র উম্মত একমত, কিন্তু শেষ যুগের ইসলাম তরীর কর্ণধর এই মহাপুরুষের সত্য পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট ইখতেলাফ রয়েছে। গয়ের আহ্‌মদীগণ বলেন, এই প্রতিশ্রুত মসিহ নবীউল্লাহ্ হলেন বনি ইস্রাইলীয় নবী হযরত ইসা (আঃ) কিন্তু আহ্‌মদী জামাত নিম্ন বর্ণিত কারণে এই বিশ্বাসের সমর্থন করেন না।

ইসা (আঃ)-এর মৃত

১। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন, "ইয়া ইসা ইন্নি মুতাওয়াফিফকা ওয়া রাফেউকা ইলাইয়া ওয়া মুতাহ্হেরুকা মিনাল্লাজিনা কাফারু।" (আল ইমরান, ৬ রুকু)। অর্থাৎ, হে ইসা! আমি তোমাকে মৃত্যু দিব (অর্থাৎ বিরুদ্ধ বাদীরা তোমাকে বধ করতে পারবে না) আর আমার দিকে উদ্ধারণ করব এবং কাফেরদের (অপবাদ) থেকে তোমাকে পবিত্র করব।" সুরা নেছার বাইশ রুকুতে আছে— "বারাফা ইল্লাল্লাহু ইলাইহী" (অর্থাৎ আল্লাহ হযরত ইসা (আঃ)-কে নিজের দিকে উদ্ধারণ করেছেন) অনুযায়ী প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন যে, ইসা (আঃ)-এর 'রাফা' হয়ে গেছে। আর এই আয়াতে দেখা যায় যে, আল্লার প্রতিশ্রুতি ছিল, ওফাতের পর 'রাফা' হবে। অতএব ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পর যে 'রাফা' হয়েছে সে বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকতে পারে না। অনেকে হয়ত সন্দেহ করতে পারেন যে, 'মুতাওফিফকা' অর্থ মৃত্যু নয়। তাদের অবগতির জন্য বোখারী শরীফের একটি হাদিসই যথেষ্ট মনে করি। যথা, "কালা ইবনে আবাসিন মুতাওফিফকাই মুনিতুকা।" অর্থাৎ আঁ হযরতের (সাঃ) চাচাত ভাই ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন 'মুতাওফিফকা' অর্থ মৃত্যু। তাছাড়া 'বারাফা হুয়াল্লাহু ইলাইহী' বা অসীম আল্লার দিকে উদ্ধারণ অর্থাৎ আকাশে উঠা নয়, বরং আল্লার দিকে উন্নীত হওয়ার অর্থ আল্লার নৈকট্য লাভ করা। যেমন আল্লাহতায়ালা অন্যত্র বলেছেন, 'মিনাল মুকারাবীন' অর্থাৎ ইসা নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্গত। ইন্নালিল্লাহি ওইন্না ইলাইহীর রাজেউন বা আমরা আল্লার জন্য এবং আল্লারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন—বাক্যে আমরা এই কথাই স্বীকার করে আসছি।

২। "কুন্তু আলাই হীম শাহিদান মা দুমতু ফিহীন ফালাম্মা তাওয়াফ ফাইতানি কুন্তা আন্তার রাকিবা আলাইহীম ওয়া আন্তা আলা কুল্লে শাইতুইন শাহিদ।" মায়েদা শেষ রুকু অর্থ:—এ বিষয়ে আমি সাক্ষী ছিলাম, যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন থেকে তুমিই তাদের পর্যবেক্ষক আর তুমিই ত সকল বিষয়ে সম্যক সাক্ষী। এখানে ইসা (আঃ) আল্লাহ্ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে তাঁর জবান বন্দীতে বলছেন যে, তিনি যত দিন তাঁর উম্মতের মধ্যে ছিলেন, ততদিন তারা এক আল্লার উপাসনা করেছে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর খ্রীষ্টানগণ তাঁকে খোদার আসনে বসিয়ে থাকলে সে বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। এই আয়াত দ্বারাও স্পষ্ট ভাবে ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণিত হয়। কেননা 'তাওয়াফ ফায়তানী' দ্বারা স্পষ্ট বুঝ যায় যে, খ্রীষ্টানগণ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছে, ইসা (আঃ)-এর তাওয়াফিফ লাভের বা ওফাতের পর। অন্যথায় তিনি জীবিত থাকলে এবং দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে আগমন করলে কখনই এরূপ বলতে পারতেন না যে, খ্রীষ্টানদের ধর্ম

বিশ্বাসে পরিবর্তন (যেমন যিশু খোদা বা খোদার পুত্র) সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। বরং তখন তাঁকে বলতে হত যে, যখন তিনি চতুর্থ আকাশ থেকে সশরীরে পৃথিবীতে অবতরন করলেন, তখন দেখতে পেলেন যে, পৃথিবীর কোটী কোটী খ্রীষ্টান নরনারী তাঁকে খোদা জ্ঞানে পূজা করছে।

৩। "মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসুলুন কাদ খালাত মিন কাবলিহির রসুল।" (আল ইমরান -১৫ রুকু)

অর্থঃ -মোহাম্মদ রসুল ব্যতিরেকে অন্য কিছু নন, তাঁর পূর্বের সকল রসুলই গত হয়ে গেছেন। কোরআনে অন্য এক আয়াতে আছে, 'মাল মাসিহুবনু মারয়ামা ইল্লা রাসুলুন কাদ খালাত মিন কাবলিহির রুসুল।" (মায়েদা ১০ রুকু)

অর্থাৎ মসিহ ইবনে মরিয়ম আল্লার রসুল ব্যতিরেকে অন্য কিছু নন, তাঁর পূর্বের সকল রসুলই গত হয়ে গেছেন। এই উভয় আয়াত পাঠে জানা যায় যে, ইসা (আঃ)-এর পূর্ববর্তী রসুলগণ যেভাবে এই নশ্বর দুনিয়া হতে গত হয়ে গেছেন, ঠিক তদনুরূপভাবে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্বের সকল নবীও (ইসা সহ) মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়ে, গত হয়ে গেছেন।

৪। হাদিসে আছে, 'আন্না ইসাবনা মারয়ামা আশা ইশরিনা ওয়া মিয়াতা সানাতিন।" (তিবরানী) কনজুল ওম্মাল, -৬ ও মুয়াবইবুদ দুনিয়া ১ম খণ্ড, ৪২ পৃঃ)। অর্থৎ ইসা (আঃ) একশত বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এ হাদিস নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা, হযরত ফাতেমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

৫। 'লাওকানা মূসা ওয়া ইসা হাইয়াইনী লামা ওয়াছিয়া হুমা ইল্লাত তিবায়ী।" (ইবনে কাসির, জি -২, পৃ-২৪৬) অর্থাৎ যদি মুসা (আঃ) এবং ইসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তাহলে রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুস্মরণ ব্যতিরেকে তাঁদের কোন গতি ছিল না। এই হাদিসের সমর্থনে মুজাদ্দিদে আলফেসানীর একটা উক্তি মৌদূদী পার্টির মুখপত্র -জাহানে নও-তে প্রকাশিত হয়েছে। দেখুন, ইসলামী আন্দোলন সংখ্য, ৩৩ পৃষ্ঠা।

৬। এ ছাড়া উম্মতে মোহাম্মদীয়ার অগনিত বুজুর্গ ও আলেম ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু স্বীকার করেছেন। এদের মধ্যে কয়েকজনের কথা এখানে উল্লেখ করা হল। ইমাম মালেক (রঃ-হজমাউল বেহার জিলদ - ১, পৃঃ ২৮৬) দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মোহাম্মদ কাছেম নানুতবী (লতায়েফে কাসেমীয়া, মুজতবায়ী প্রেস দিল্লী, ২২ পৃঃ)। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেক্টর আল্লামা শেখ মাহমুদ সালতুত (আলফতোরা, মিশর সংস্করণ ৫৮ পৃ; মুহাল্লাতুল আজহার, ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ ইং)।

মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খান (সুরা আল ইমরানের তফসির দ্রষ্টব্য)। মক্কা শরীফ থেকে রাবেতা আলমে ইসলামী (মৌদূদী সাহেব-এর সভ্য হওয়ার দাবী করেন) কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কোরআন শরীফের ইংরাজী অনুবাদেও স্পষ্ট ভাষায় ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু স্বীকার করা হয়েছে। (দেখুন, ১৭৭—১৮০ পৃষ্ঠা)। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে, আমার লিখা ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়ম পুস্তক পাঠ করুন। মিশরের প্রাক্তন মুফতী আল্লামা রসিদ রেজা বলেন, "ইসা জীবিত থাকার বিশ্বাস সম্পূর্ণ খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস।"

(আল ফতওয়া)

একটি কাল্পনিক বিশ্বাস

অনেকে বলেন; ইসা (আঃ) নাকি রসুল করিম (সাঃ)-এর উম্মত হওয়ার জন্য আকাঙ্খা করেছিলেন, তাই আল্লা পাক তাঁকে জীবিত অবস্থায় সশরীরে চতুর্থ আকাশে হাজার হাজার বৎসর যাবৎ রেখে দিয়েছেন, যাতে শেষ যুগে আখেরী নবীর উম্মত করে দুনিয়ায় পাঠাতে পারেন। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। কোরআন হাদীসে এর কোন সমর্থন খুজে পাওয়া যায় না। বরং রসুল করীম (সাঃ)-এর মিরাজ দ্বারা এই বিশ্বাস ভ্রান্ত প্রমানিত

হয়। কেননা রসুল করিম (সাঃ) মিরাজে ইসা (আঃ)-কে মৃতদের মধ্যে দ্বিতীয় আকাশে দেখেছিলেন। তাছাড়া হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত অপর একটি হাদিস দ্বারাও এই বিশ্বাস বাতিল হয়ে যায়। হাদিসটি এই,— "বর্ণিত আছে যে একদা আল্লাহতায়ালা মূসা (আঃ)-কে বললেন যে, তুমি বনিইস্রাইকে বলে দাও যে ব্যক্তি আহ্‌মদ (সাঃ)-কে অস্বীকার করে আমার নিকট হাজির হবে; সে যেই হউক না কেন, আমি তাকে দোজখে নিক্ষেপ করব। মূসা (আঃ) বললেন, এই আহমদ কে? ইরশাদ হল, হে মূসা! কসম আমার সম্মান ও প্রতাপের, আমি এমন কোন কিছু সৃষ্টি করি নাই, যা তাঁর চেয়ে আমার কাছে অধিক মর্য্যাদা সম্পন্ন, আমি তার নাম আমার নামের সঙ্গে আকাশ জমিন, চন্দ্র ও সূর্য্য সৃষ্টির বিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে আরশে লিখে রেখেছিলাম। আমার ইজ্জত ও প্রতাপের শপথ, জান্নাত আমার সমস্ত সৃষ্টির জন্য হারাম যতক্ষণ না মোহাম্মদ এবং তাঁর উম্মত তাতে প্রবেশ করে, (এর পর উম্মতে মোহাম্মদীয়ার ফযিলত বর্ণনা করলেন) অতঃপর মূসা (আঃ) আরজ করলেন, হে প্রভু! আমাকে এই উম্মতের নবী করে দিন। ইরশাদ হল, এই উম্মতের নবী এই উম্মত হতেই হবে। মূসা (আঃ) আরজ করলেন, তাহলে আমাকে ঐ উম্মতের (মোহাম্মদ (সাঃ)) মধ্যেই দাখিল করে দিন। ইরশাদ হল, তুমি প্রথমে হয়ে গিয়েছ কিন্তু ওরা পরবর্তী কালে হবে। তবে তোমাকে এবং তাকে জান্নাতে একত্রিত করে দেওয়া হবে।" মৌলানা আশরাফ আলী থানবীও তাঁর 'নশরত্তির নামক পুস্তকের ১৯৩ পৃষ্ঠায় (দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত) এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। এই হাদিস দ্বারা দেখা যায় যে, মূসা (আঃ) মহানবী (সাঃ)-এর উম্মত হওয়ার প্রার্থনা আল্লাতায়ালা এই বলে নামঞ্জুর করলেন যে, তুমি প্রথমে হয়ে গিয়েছ কিন্তু ওরা পরবর্তী কালে হবে।' অতএব ইসা (আঃ) পূর্বের হয়ে পরে কি করে উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে আবির্ভূত হবেন— এটা কি আল্লার এই স্পষ্ট ফরমানের বিরুদ্ধে যায় না? তাছাড়া উপরে বর্ণিত হাদিস দ্বারা এও প্রমাণ হল যে, এই উম্মতের নবী এই উম্মত (অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদিয়া) হতেই হবেন। উম্মতি নবী সম্বন্ধে যথা স্থানে আলোচনা করা হবে। অতএব প্রতিশ্রুত মসিহ্ যে এই উম্মত হতেই হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। রসুল করিম (সাঃ) বলেছেন, "আলা আন্নাহু খালিফাতি ফি উম্মতি আলা আন্নাহু লাইসা বাইনি ওয়া বাইনাহু নাবীউন।" (তিবরানী)। অর্থাৎ তিনি (প্রতিশ্রুত মসিহ) আমার উম্মত হতে আমার খলিফা হবেন এবং তাঁর ও আমার মধ্য খানে কোন নবী নাই।

মসিলে মসিহ

বনি ইস্রাইলীয় মসিহ ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু হয়ে গিয়েছে আর ইসলাম যখন পুনর্জন্ম স্বীকার করে না তখন সেই দুই হাজার বৎসর পূর্বের ইসা (আঃ) এর আগমনের আর কোন প্রশ্নই উঠে না। অতএব হাদিসে বর্ণিত এই প্রতিশ্রুত মসিহ্ হলেন, ইসা (আঃ)-এর অনুরূপ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর এক উম্মত। বনি ইস্রাইলীয় নবী ইসা (আঃ)-এর সঙ্গে সর্বাধিক সাদৃশ্য থাকায় রূপক ভাবে তাঁকে 'ইসা ইবনে মরিয়ম' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ফরিদাতুল রাগায়েব কিতাবের ২৯৪ পৃষ্ঠায় ইমাম শিরাজ উদ্দীন লিখেছেন, "এক দলের অভিমত এই যে, নজুলে ইসা দ্বারা এমন এক ব্যক্তির আগমন বুঝায়, যিনি ফজল ও প্রকৃতি গত কারণে হযরত ইসা (আঃ)-এর অনুরূপ হবেন। যেমন একজন নেক ব্যক্তিকে ফিরিস্তা বলা হয় এবং মন্দ ব্যক্তিকে শয়তান আখ্যা দেওয়া হয় কিন্তু তাই বলে তারা সত্যিকার ভাবে ফিরিস্তা ও শয়তান হয়ে যায় না।" এ ধরনের আখ্যা সব যুগে এবং সব

সম সমাজেই প্রচলিত আছে। যেমন, নাম করা পাহ্লোয়ানকে রুস্তম, সাহসিকতার জন্য শের এবং দান শীলতার জন্য হাতেম উপাধি দেওয়া হয়। সেইরূপ ধর্মীয় ব্যাপারেও সমগুনে গুনান্বিত ব্যক্তিদেরকে রূপক ভাবে একই নামে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লামা আবদুল্লা বিন মসউদ হানাফী তাঁর কিতাবে লিখেছেন, "অর্থাৎ একজন আলেম, ফকিহ ও মুত্তাকী ব্যক্তিকে রূপক ভাবে আবু হানিফা বলা হয়ে থাকে।" (তৌজি—১৮৪ পৃঃ)। আল্লামা জমাখশরী তাঁর তফসিরে লিখেছেন, "আবু ইউছুফই আবু হানিফা, এই কথা এজন্য বলা হয় যে, আবু ইউসুফ এবং আবু হানিফার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।" (তফসিরে কাশ শাফ, জি—১, পৃঃ ৩০২)। সুরা মোজাম্মিলের প্রথম রুকুতে আঁ হযরত (সাঃ)-কে মূসা (আঃ)-এর অনুরূপ বলা হয়েছে। যেমন,—"ইন্না আরসালনা ইলাইকুম রাসুলান শাহিদান আলাইকুম কামা আরসালা ইলা ফের আউনা রাসুলা।" এছাড়া রসুল করিম (সাঃ) স্বয়ং তাঁর উম্মতকে বণিইস্রাইলের মসিল বলেছেন। যেমন,—"লাইয়াতি আল্লা আলা উম্মাতি কামা আতা আলা বনি ইসরাইল।" (তিরমিযি) অর্থঃ— আমার উম্মত বনি ইস্রাইল কৌমের অনুরূপ হবে। অন্য এক হাদিসে আছে, "লাতাত্তাবিয়ান্না ছুনানা মান কাবলাকুম .. ..কিলা ইয়া রাসুলাল্লাহি আল ইয়াহুদু ওয়ান নাছারা কালা ফামান।" (মেশকাত) অর্থঃ—তোমরা পূর্ববর্তী উম্মতের অনুকরণ করবে। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কি ইহুদী ও খ্রীষ্টান? তিনি বললেন, হাঁ। এই হাদিস অনুযায়ী দেখা যায় যে, রসুল করিম (সাঃ) উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে এককালে ইহুদী ও নাছারার অনুরূপ (মসিল) হয়ে যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। মহানবীর (সাঃ) এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতালাভ করেছে।' রাজাবলি ২:১১১ এবং মালাখী, ৪:৫ পদ অনুযায়ী ইহুদীরা বিশ্বাস করে যে, এলিয়া নবী এখন পর্যন্ত আকাশে জীবিত আছেন, তিনি ইহুদীদের চরম অধঃপতনের যুগে আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং পরে মসিহ্ আবির্ভূত হয়ে তাদের হৃত গৌরব আবার ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু মূসা (আঃ)-এর তেরশত বৎসর পরে ইসা (আঃ) এসে মসিহ্ হওয়ার দাবী করলেন এবং আকাশ থেকে এলিয় আসার ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করে বললেন, "আর তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তবে জানিবে, যে এলিয়ের আগমন হইবে, তিনি এই ব্যক্তি (অর্থাৎ যোহন)।" (মথি, ১১:১৪)

অর্থাৎ যোহন বা ইয়াহিয়া (আঃ) হলেন এলিয়া বা ইলিয়াস নবীর মসিল। অনুরূপভাবে খ্রীষ্টান এবং গয়ের আহ্মদীগণও বিশ্বাস করেন যে, ইসা নবী এখনও সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন এবং শেষ যুগে আকাশ থেকে অবতরণ করে ধর্মের সেবা করবেন ইত্যাদি। কিন্তু মসিলে মূসা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর তেরশত বৎসর পর তাঁর উম্মত মাসিলে বনিইস্রাইলের মধ্যে মসিলে ইসা (আঃ) আবির্ভূত হয়ে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসেরও খণ্ডন করলেন। (কি চমৎকার সাদৃশ্য-এ) এই সদৃশের জন্যই আঁ-হযরত (সাঃ) প্রতিশ্রুত মসিহ্কে ইসা ইবনে মরিয়াম নামে আখ্যায়িত করেছেন। ইসা আঃ)-ও বলেছেন যে প্রতিশ্রুত মসিহ্কে আল্লাতায়ালা তাঁর নামে আখ্যায়িত করে পাঠাবেন। যথা, কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।" (যোহন ১৪:২৬)

মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম

কোরআন শরীফে আল্লাতায়ালা মুমেনকে মরিয়মের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যথা;—"ওয়া জারাবাল্লাহু মাছালাল লিল্লাজিনাআমানুমরায়াতা ফেরআওনা ওয়া

মারওয়ামরিনতা ইমরানাল্লাতি আহ্‌সানাত ফারজানা ফানা ফাখনা ফিহি মিররুহীনা ওয়া ছাদাকাতক বিকালিমাতি রাবিবহা ওয়া কুতুবিহী ওয়া কানাত মিনাল কানিতিন।" (সুরা তাহ্‌রিম, শেষ রুকু) অর্থ ঃ— আর মুমেনদের নমুনা আল্লাহ্‌তায়ালা ফেরআওনের স্ত্রীর সঙ্গে দিয়েছেন····আর ইমরানের কন্যা মরিয়মের সঙ্গেও, সে তার ছিদ্রগুলি সুরক্ষিত করেছিল। আর আমি তার মধ্যে আমার রুহ্ (বানী) প্রেরণ করেছিলাম, আর সে তার প্রভুর তরফ হতে প্রেরিত বানীর সত্যতা প্রমাণ করেছিল এবং খোদার কিতাব সমূহের প্রতিও ইমান এনেছিল, ফলে সে সত্যিকার আজ্ঞাবহদের অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল।

এইসব মরিয়মী অবস্থাপ্রাপ্ত সিদ্দিকদের কাহারও মধ্যে যদি আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর রুহ ফুৎকার করেন (রুহ্ অর্থ আল্লার প্রত্যাদেশবানী, সুরা বনি ইশ্রাইল দশ রুকু দ্রষ্টব্য) তখন সেই ব্যক্তি মরিয়মী অবস্থা (সিদ্দিক) থেকে ইবনে মরিয়মের (রুহুল্লার বা আল্লার বানীপ্রাপ্ত) অবস্থায় উন্নীত হন। মসিহে মওউদ (আঃ) কী চমৎকার বলেছেন,

সওয়াল করে, ইবনে মরিয়ম হয়েছি কেমনে,
শ্রষ্টার রহস্য তারা কিছুই যে না জানে।
দীর্ঘকাল কাটিয়েছি মরিয়ম সম জিন্দেগী
পীরের হাতে দেই নাই হাত, করি নাই তার বন্দেগী।
কুমারীর মত কেটেছে আমার রাত্রও দিন
সত্য পথের যাত্রী আমি একা, সঙ্গী-বিহীন।
মহান প্রভু, শক্তির পূর্ণ বিকাশও আধার,
ফুকিলেন মরিয়ম মাঝে আত্মা ইসার;
নুতনরূপ হল প্রকাশ তাঁর এই ফুৎকারে,
জন্মিলেন যুগের মসিহ্ মরিয়ম মাঝারে।
এই দুই প্রকার দরজা সোভকারী ব্যক্তিদেরকে

(অর্থাৎ সিদ্দিক ও নবী) আল্লাহ্‌তায়ালা শয়তানের কলুশ স্পর্শ থেকে রক্ষা করেছেন। সহি হাদিসে আছে, "মামীনবানী আদামা মাওলুদান ইল্লা ইয়ামুচ্ছুহুমা শায়তানু হিনা ইউলাদু ফা ইয়াছতাহিল্লু ছারিখান মিন মাচ্ছিশ শায়তানী গায়রা মারয়ামা ওয়াবনাহা।"

(বোখারী ও মুসলেম)

অর্থ ঃ—মরিয়ম এবং ইবনে মরিয়ম ব্যতীত সমস্ত বনি আদমকেই জন্মিবার সময় শয়তান স্পর্শ করে, এজন্য সে চীৎকার করে উঠে। এখানে মরিয়ম এবং ইবনে মরিয়ম বলতে মরিয়ম এবং ইবনে মরিয়মের সিফত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কথাই বলা হয়েছে। অন্যথায় (মাজাল্লা) স্বীকার করতে হয় যে, ইসা (আঃ) এবং তাঁর মাতা মরিয়ম সিদ্দিকা (রাঃ) ছাড়া দুনিয়ার আর কোন ব্যক্তিই শয়তানের স্পর্শ থেকে রক্ষা পান নাই। এমনকি ইমামুল মুরসালীন, খাতামান নবীঈন, হযরত মোহাম্মদ মেস্তফা (সাঃ) পর্যন্ত। নিঃসন্দেহে এ ধরনের বিশ্বাস খ্রীষ্টানদের জন্য খুবই আনন্দের ব্যাপার বটে, কিন্তু কোন গয়রত বান মুসলিমের জন্য এ ধরনের বিশ্বাস খুবই বেদনা দায়ক ও অপমান জনক। তাই উম্মতের বিশিষ্ট বজুর্গগণ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "এই হাদিসে মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম বলতে মরিয়মও ইসার সিফত প্রাপ্ত লোকদেরকে বুঝান হয়েছে।" (কাশশাফ, জি—১, পৃঃ ৩১২)।

দুই মসিহ্

এখানে এ বিষয়ে ও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আঁ হযরত (সাঃ) বনি ইস্রাইলীয় মসিহ এবং আখেরী জামানায় আগমন কারী মসিহ নবী উল্লার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, "আমি কাশ্‌ফে ইসা (আঃ) এবং মূসা (আঃ)-কে দেখেছি, ইসা লাল রংয়ের এবং তাঁর কেশ কুঁকড়ান ও বক্ষ প্রসস্থ ছিল।" (বোখারী জি—২) এখানে তিনি মূসায়ী মসিহ্ ইসা (আঃ)-এর হুলিয়া বর্ণনা করেছেন। অন্য এক হাদিসে তিনি শেষ যুগে আগমন কারী মসিহ

(আঃ)-এর বর্ণনা দিতে যেয়ে বলেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন কাবার তোয়াফ করছি, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে এল, যার গোধুম বর্ণ, সরল এবং লম্বা কেশ, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? উত্তর হল, ইনি মসিহ্ ইবনে মরিয়ম।" (বোখারী, কিতাবুল ফিতন, বাব জিকরে দাজ্জাল)। এই হাদিছে দাজ্জাল হন্তা মসিহের ছলিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যা প্রথম মসিহের আকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতএব ইস্রাইলীয় মসিহ্ও শেষ যুগে আগমন কারী মসিহ্ যে দুই পৃথক ব্যক্তি তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

নজুল

এখন কেহ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, মসিহের আগমন সম্বন্ধীয় হাদিসে তাঁর সম্বন্ধে নজুল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব নজুল দ্বারা প্রতিশ্রুত মসিহের আকাশ থেকে অবতরণ করাই বুঝায়।

কিন্তু এ ধারণাও ঠিক নয়। কারণ নজুল বলতে সব সময় উপর বা আকাশ থেকে অবতরণ করা বুঝায় না। সাধারন মুসাফির সম্বন্ধেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাই মুসাফিরের প্রবাস স্থলকে মনজিল বা নাজিলের স্থান বলে। কোরআন শরীফে লোহা, পোষাক এবং চতুষ্পদ জন্তু সম্বন্ধেও নজুল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যথা,—"আনজালাল হাদিদ" (সুরা হাদিদ); অর্থ, আমি লৌহ অবতীর্ণ করেছি। "আনজালনা আলাই কুমলিবাছা।" (সুরা আরাফ)। অর্থ, আমি তোমাদের নিকট পোষাক অবতীর্ণ করেছি। এ ছাড়া দেখুন সুরা যুমার, ৬ রুকু। তর্কের খাতিরে নজুল শব্দ দ্বারা যদি আকাশ থেকে অবতরণ অর্থও গ্রহণ করা হয়, তবুও তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ প্রত্যেক নবীর নবুওত আকাশ থেকেই অবতরণ করে কিন্তু এর পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা এই পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের পর্যায়েই থাকেন। তাই আঁ হযরত (সাঃ)-এর জন্মও নজুল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআনে আছে "কাদ আনজালাল্লাহু ইলহিকুম জিকবার রাসুলাই ইয়াতলু আলাইকুম আয়াতিল্লাহ।" (সুরা তালাক, শেষ রুকু) অর্থাৎ, আল্লা তোমাদের জন্য এক স্মরণ করিয়ে দেওয়া রসুল (অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-কে অবতীর্ণ করেছেন। যিনি আল্লার আয়াত সমূহ পাঠ করেন। নবী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর এই অবতরণ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে হয় নাই বরং ৬১০ খ্রীষ্টাব্দের পরে হয়েছে। ৪৩৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

পাপ

মোহাম্মাদ আবদুস সাত্তার

আল্লাহতায়ালা স্বীয় উদ্ভাবনী পরিকল্পনার সুন্দরতম অভিব্যক্তিরূপে মানবের সৃষ্টি করিয়াছেন। মানবের সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলময় কর্মানুশীলনের মধ্যেই তাঁহার সেই অভিব্যক্তির প্রকাশ। তাই পুণ্য কর্ম সম্পাদন করা মানবের প্রকৃতিজাত লক্ষ্য—পাপ নয়। কিন্তু পাপ ও পুণ্যের প্রতি মানব জীবনের আকর্ষন সম-পরিমাণ। অনেকাংশে পাপের প্রতি আকর্ষণই যেন অধিক বলিয়া মনে হয়। তাই পাশ্চত্যের লেখক, দার্শনিক দল বলিয়া থাকেন,—মানুষ পাপ প্রবণ—পাপ তাহার স্বভাবগত। এই সংজ্ঞার আরও এক ডিগ্রি উর্দ্ধে উঠিয়া খ্রীষ্টান জগত ঘোষণা করিল মানব পাপ হইতে উদ্ভুত; একের পাপ পরবর্তীকালে বিশাল মানব গোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে। পাপের উৎস স্বরূপ তাহারা হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এতদ্‌সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক উদার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন: 'এবং সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমরা ফেরেস্তাদিগকে বলিয়াছিলাম, আদমের প্রতি অনুগত হও, তখন ইবলিশ ব্যতীত সকলেই অনুগত হইল। সে (ইবলিশ) বলিয়াছিল, আমি কি এমন ব্যক্তির অনুগত হইব, যাহাকে আপনি মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন? এবং সে (আরও) বলিল, কিরূপ চিন্তা করেন আপনি? যাহাকে আমার উপর সম্মান দিয়াছেন সে কি আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থানীয়? (বেশ), যদি আপনি কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দান করেন, তবে আমি কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত তাহার সমুদয় সন্তানদিগকে অবশ্যই আমার আয়ত্বাধীন করিয়া লইব।" (১৭ঃ ৬২-৬৩)।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, আল্লাহতায়ালার সেরা সৃষ্টি মানুষের প্রতি সকল ফেরেস্তারা আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যের বা অভিপ্রায়ের শ্রেষ্ঠত্বকে বরণ করিয়াছেন। কেবল ইবলিশ আত্ম অহমিকা হেতু তাহাদের প্রতিপক্ষ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে বিনাশ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সে ইহাও ঘোষণা করিয়াছে যে, কতিপয় ব্যক্তি ব্যতিত সকল আদম সন্তানকে একদিন সে তাহার আয়ত্বাধীন করিয়া লইবে। এখানে স্পষ্টই প্রতীয়মাণ হইতেছে যে, এখন হইতে ইবলিশের বিরুদ্ধাচরনের শুরু। মানবের পদস্খলন ঘটাইবার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের প্রার্থনা করিয়াছে। এখান হইতে ইবলিশে মানুষে পাপ পুণ্যের দ্বন্দ। পরবর্তী আয়াতে আছে: "তিনি (আল্লাহ) বলিলেন, "যাও এবং তাহাদের যে কেহ তোমাকে অনুসরণ করিবে, নিশ্চয়ই জাহান্নাম হইবে তোমাদের সকলের পুরস্কার—উপযুক্ত পুরস্কার।"

(১৭ঃ ৬৪)

এখানে ইবলিশের আচরনের পরিনাম ফল ঘোষনা করা হইল। সে কেয়ামত পর্যন্ত সর্বপ্রকার অন্যায় কার্যের ষড়যন্ত্রকারী। তাহার ষড়যন্ত্রে পতিত সকল ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, এমন কি তাহাকেও শাস্তি হইতে রেহাই দেওয়া হইবে না—তাহাও জানাইয়া দেওয়া হইল।

আপন আশা আকাঙ্খার প্রতীক কল্পনা করিয়া আল্লাহতায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই মানুষের প্রতি তাঁহার অন্তহীন প্রেম এবং অখণ্ড বিশ্বাস। সেই হেতু ইবলিশের আবেদন মঞ্জুর করিবার পরও আল্লাহ আবার বলিতেছেন : "এবং তাহাদের মধ্যে যাহার উপর তোমার কতৃত্ব চলে, তুমি তোমার চীৎকার দিয়া ভুলাও এবং তাহাদের উপর তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া আক্রমণ কর এবং তাহাদের সম্পদে ও সন্তান সন্ততিতে অংশ বসাও; এবং তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দাও এবং শয়তান তাহাদিগকে মিথ্যা প্রতারনা করিয়া থাকে।" (১৭ : ৬৫)।

এখানে শয়তানের কার্যের ছাড় পত্র দেওয়া হইয়াছে। মানুষকে পথভ্রষ্ট করিবার এবং তাহাদিগকে কক্ষচ্যুত করিবার জন্য যত প্রকার শক্তি প্রয়োগের মাধ্যম থাকিতে পারে, তাহা সবই ইবলিশকে দেওয়া হইয়াছে। মানুষ যদি সত্য সত্যই পাপ প্রবন হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বশীভূত করিতে যাইয়া এতখানি শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনই বা কি? পাপ প্রবন মানুষের প্রতি আল্লাহর এত দৃঢ় ঘোষনাই বা কেন? আর দুর্বল মানুষকে পথ ভ্রষ্ট করিবার জন্য শয়তানকে এত চূড়ান্ত ক্ষমতাদানের কারণই বা কি? আল্লাহতায়ালা দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছেন :" নিশ্চয়, আমার অনুগত বান্দাগণের উপর তোমার (ইবলিশের) কোন ক্ষমতাই নাই এবং অবিভাবকরুপে তোমার প্রভু যথেষ্ট।" (১৭ : ৬৬)। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অবগত হইতে পারা যায় যে, মানুষ স্বভাবতই পূন্য প্রবন— পাপ তাহার অর্জিত ফল। আল্লাহ তায়ালার স্বীয় গুণাবলীর মধ্য হইতে মানবের সৃষ্টি, সেই হেতু তিনি ইবলিশকে সুস্পষ্টরুপে জানাইয়া দিলেন 'আমার অনুগত বান্দাগণের উপর কোন কর্তৃত্বই নাই।' আদম (আঃ) সংক্রান্ত ঘটনার পারম্পর্য অক্ষুন্ন রাখিয়া ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পাপ হইতে মানুষের উৎপত্তি লাভ করিবার ঘটনা কল্পনা প্রসূত বা মানুষ পাপ প্রবন এইরূপ ধারণা মিথ্যা। যাহারা এইরূপ ধারণা করিয়া থাকেন, তাহাদের মনোসমীক্ষের গবেষণা করিলে হয়ত প্রমানিত হইতে পারে যে, সমসাময়িক দেশ, কাল, পরিবেশের আবহাওয়া তথা নগ্ন সভ্যতার পাপস্মৃতি তাহাদের অবচেতন মনে আচ্ছন্ন হইয়া আছে; তাই তাহারা মানুষের প্রকৃতি অঙ্কন করিতে যাইয়া তাহাদের স্বভাবজাত পাপ প্রবনতাকে অঙ্কন করিয়াছেন। এই ধারণার হস্তক্ষেপ স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থেও চলিয়াছে।

আসল কথা হইল যে. পাপ হইতে মানুষের শুরু নয়, মানুষ হইতে পাপের শুরু হইয়াছে। আল্লাহর পবিত্র সত্বা হইতে মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের বিনাশ সাধনের ক্ষমতা ইবলিশ লাভ করিয়াছে। সে মানুষের দুর্গম যাত্রা পথের পাশে পাশে মায়ামুগ্ধকর আহ্বানে ভুলাইয়া, পার্থিব সম্পদ রাজীর মোহে আকৃষ্ট করিয়া, সকল প্রকার প্রলোভনের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে স্বীয় বসে বশীভূত করিয়া থাকে। এই প্রলোভনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পথভ্রান্ত হওয়া যত সহজ, ইহাদের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে করিতে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া জীবনের পরম পরিনতিতে পৌঁছানো তত সহজ নহে। আল্লাহর আশ্রয় শূন্য মানুষ ইবলিশের ছলনায় সহজেই দ্রবীভূত হইয়া স্বীয় আত্মার ধ্বংস সাধন করে।

পাপ মানবাত্মাকে চিরতরে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। মানবের আবেগের শান্ত সমুদ্রের উপর পাপরূপ প্রবল ঘটিকারাশী এক সময় আক্রমণ চালাইয়া মানুষের পন্য জাহাজ ডুবাইয়া দিয়া থাকে। সমগ্র সম্পদ সহ মানবও সমুদ্রের অতল তলে নিপতিত হয়; উদ্দেশ্য সবই বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ যখন

স্বয়ং তাহাদের কর্ণধর হইয়া জাহাজ পরিচালনা করেন, তখন ভয়ের কোন কারণ থাকে না। পাপরূপ ঝটিকা তাহার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারে না; পরন্তু সে বন্দরে বা লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া থাকে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন :—

"তিনি তোমাদের প্রভু, যিনি তোমাদের উদ্দেশ্যে সমুদ্রে জাহাজ চালাইয়া থাকেন, যেন তোমরা তাঁহার প্রদত্ত সম্পদ অন্বেষণ করিতে পার। নিশ্চিয় তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়াবান।

(১৭ : ৬৭)।"

আল্লাহ তায়ালা যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য তিনি পূরণ করিবেন; ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। ইন্দ্রিয় সমূহের প্রবেশ পথ দিয়া যে কোন পার্থিব মুগ্ধকর বস্তু আমাদের ইমোশানের সমুদ্রে প্রবল ঝটিকার সৃষ্টি করিতে পারে—ফলে মানবিক বৃত্তিগুলি নিষিদ্ধ পথে পরিচালিত হইয়া নানা অনর্থ ঘটাইয়া বসে।

ধরা যাক চক্ষুর কথা। পৃথিবীর যাবতীয় কিছু দেখিয়া চলিবার জন্য আল্লাহ তায়ালা চক্ষু দিয়াছেন। বাহ্যিক চক্ষুদ্বয়ের মধ্য দিয়া, অন্তর্চক্ষু তথা আত্মিক দৃষ্টির পুষ্ট সাধনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ আত্মিক দৃষ্টিই আসল। বাহ্যিক চক্ষুদ্বয় মাধ্যম মাত্র। এখন এই বাহ্যিক মাধ্যম দ্বয় যদি কোন রূপসী নারীর অঙ্গ সৌষ্ঠবের উপর নিপতিত হয় এবং চক্ষু (আত্মিক দৃষ্টি) যদি ক্রিয়াটির প্রতি ঘৃণাবোধ করে, তবে মাধ্যম লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসে কিন্তু এই দর্শনজাত আনন্দে যদি সে পরিতৃপ্ত হয়, তবে মধ্যমদ্বয় লোলুপভাবে তাকাইয়া থাকে। ফলে সমগ্র আবেগের সমুদ্রে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া মানবের মানবত্বাকে ধ্বংস করে। তখন অন্তর তলে এক গভীর দাহের সৃষ্টি করে।

প্রেমাস্পদকে সে গভীর যন্ত্রণায় বলিয়া ওঠে

"হেথা হতে তুমি উপাড়িয়া লও
জ্বালাময় দুটি চোখ..."

কিন্তু এই আক্ষেপে কি দাহের পরিসমাপ্তি হয়? কখনোই নয়—কেননা,

"এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই
ফুটেছে মর্ম তলে
নির্বানহীন অঙ্গার সম
নিশিদিন শুধু জ্বলে।"

এই হইল চক্ষুর দর্শনজাত নরের অনির্বান অন্তর্বেদনা, কিন্তু নারী?

তাহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলে—

"ঐ মত্ত আঁখিতে হৃদয় গিয়েছে
কুল মান রাখা হল দায়।"

তাই কুলমানের শৃঙ্খলকে ভাঙ্গিয়া নারী সমাজকে অস্বীকার করিয়া বসে। ফলে সামাজিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। পাশবিক স্বৈরাচারী ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে সে জীবনে বরন করিয়া লয়। পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হয়। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় বিনষ্ট হয়—ইবলিশের প্রতিশ্রুতি তখন পূর্ণ হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন "আমরা কি তাহাকে দেই নাই দুইটি চক্ষু এবং একটি জিহ্বা এবং ওষ্ঠদ্বয়? এবং আমরা তাহাকে নির্দেশ করিয়াছি ভাল এবং মন্দের দুইটি উচ্চ পথের প্রতি।" (৯০ : ৯—১১)।

অনুরূপভাবে সকল জৈববৃত্তিগুলিকে (ইন্দ্রিয়) কুক্ষচ্যুত করিয়া যথেচ্ছ পথে পরিচালিত করায় পাপ নামিয়া আসে। এই বৃত্তিগুলিকে আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের মানবিক উদ্দেশ্যের প্রয়োজনে দান করিয়াছেন। মানব যদি তাহার উল্টা পথে ইহাদিগকে পরিচালিত করে, তবে কি তার সেই মানবিকসত্বা বা Rational aspect বজায় থাকে? পক্ষান্তরে সে পাশবিক হইয়া পড়ে।

ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা যেমন অন্যায়, তেমনি এইগুলিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখাও পাপ। অনেকে কঠোর সংযমের পরিচয় দিতে যাইয়া কৌমর্যব্রত অবলম্বন করেন। কিন্তু ফলটা হইল কি? উক্ত ব্যক্তির নিকট পৃথিবীর যে স্বাভাবিক দাবী, তাহা হইতে সে বঞ্চিত হইল। তাহাকে মিছামিছি বক্ষে ধারণ করিয়া পৃথিবীর প্রয়োজনই বা কি? ধনীর ধনভাণ্ডার যদি তালা বন্ধ রহিল, তাহাতে দশের, এমনকি ধনীরই কি বা উপকার হইল?

পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনে আল্লাহ্তায়ালা ধন-সম্পদ দিয়াছেন। সবাই মিলিয়া এই সম্পদ জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়া যাইবে ইহাই কর্তব্য। যে উদ্দেশ্যে এই সম্পদ প্রেরিত হইয়াছে—সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় করাই বিধেয়—ইহার অপচয় করাই অন্যায়। দশজনকে ভুখা রাখিয়া নিজের স্বার্থে তাহার ধন-ভাণ্ডার তালাবদ্ধ করিয়া রাখাই অসঙ্গত। উগ্রলিপ্সার বশবর্তী হইয়া অন্যের সম্পদের উপরে হামলা চালানো মহা অন্যায়। অন্যের সম্পত্তি ফাঁকি দেওয়ার আশা করাও অন্যায়। সব অন্যায়েই পাপ পার্থক্য শুধু পরিমাণ গত। অন্যায়কারীরা জানেনা যে, তাহারা আল্লাহ্র প্রদত্ত ধনরাজী আল্লাহ্র বিধানের বাইরে লইয়া জালিয়াতি করিতেছে। তেমনি কৃপনরাও জানেনা যে, আল্লাহর সম্পদ তাহারা নির্বোধের ন্যায় নিজের মনে করিয়া নিজের সীমায় বন্দি রাখিয়াছে--কিন্তু সকলকে একদিন আল্লহর সমীপে জবাবদিহি করিতে হইবে। আল্লাহ্ বলিতেছেন "এবং পাপীগণ দোজখের অগ্নি দর্শন করিবে এবং বুঝিবে যে, তাহারা উহাতে তাহারা পড়িতে যাইতেছে এবং উহা হইতে পলায়ন করিবার কোন স্থান তাহারা পাইবে না। (১৮ঃ৫৪)।

প্রথমে পাপ পথে পা বাড়াইতে গেলে বিবেক বাঁধা দিয়া থাকে কিন্তু এই বাঁধাকে না মানিয়া ক্রমাগত স্বীয় আচরনের মধ্যে অন্যায়কে আশ্রয় দিলে—অন্যায় তখন স্বভাবগত হইয়া জীবন মূলের সহিত এক অবিচ্ছেদ সম্পর্ক গড়িয়া তোলে।

এইভাবে পাপ একবার প্রকৃতিসিদ্ধ হইয়া গেলে বিবেকের বাঁধা শিথিল হইয়া যায়। পাপাচার তখন নিত্যকর্ম হইয়া ওঠে। উহাকে উপড়িয়া ফেলার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু সতর্ক মানুষ পাপের এই চরম স্তরে গমন করে না। মানুষমাত্রই চেষ্টা করিলে সহজে পাপকে অতিক্রম করিতে পারে। কেননা পূর্বেই বলা হইয়াছে—পাপ মানুষের প্রকৃতি সিদ্ধ নয়—অর্জিত ফল মাত্র। শিকারী পাখী তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি বা জিঘাংসু প্রকৃতির তৃপ্তির জন্য অন্য প্রানীকে হত্যা করে এবং এইরূপ হত্যা কর্মের জন্য সে কোনরূপ অনুশোচনা বোধ করে না কিন্তু পাপী যত পাপ কর্মই করুক না কেন, তাহার অন্তর তলে অনুশোচনা না জাগিয়া পারে না। তাহার বিবেক পলে পলে দাহ অনুভব করে। সে শান্তি শান্তি করিয়া ঘুরিয়া মরে কিন্তু শান্তি পায় না। বারবার আত্মশুদ্ধির সংকল্প বা প্রতীজ্ঞা করে। আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন ঃ "নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছি। তৎপর সে যদি সামঞ্জস্যহীন কার্য করে, তখন আমরা তাহাকে সর্বনিকৃষ্টভাবে পরিত্যাগ করিয়া থাকি। কেবলমাত্র যাহারা বিশ্বাস রাখে এবং সৎকর্ম করে-তাহাদের জন্য রহিয়াছে অফুরন্ত পুরস্কার। (৯৫ঃ৫-৭)।

সামগ্রিক আলোচনায় আমরা অনুধারণ করিয়াছি যে, আল্লাহতায়ালা মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট শক্তি সামর্থ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সবের অপচয় বা অপ-প্রয়োগের ফলে মানুষ মনুষ্যত্ব বর্জিত হইয়া পাশবিক স্তরে নামিয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা পূর্বেই দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন," নিশ্চয় সমগ্র মানবজাতী পাপের অতলতলে নিমজ্জিত হইবে না। এমন অনেক লোক অবশিষ্ট থাকিবেন, যাহারা সৎকর্ম সম্পন্ন করিয়া পুরস্কার লাভ করিবেন এবং যাহার। রসুল

বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের পূর্ণ অনুসরণ করিবেন। তাঁহারাই সত্যপথ হইতে বিচ্যুত হইবেন না। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন—"আত্মার শপথ ও ইহার বিশুদ্ধির এবং ইহার উদ্দেশ্যে যাহা তিনি প্রেরণ করিয়াছেন; যাহা উহার পক্ষে মঙ্গলজনক এবং যাহা ইহার পক্ষে অমঙ্গল জনক। সে প্রকৃতপক্ষে উন্নতিলাভ করিবে, যে ইহাকে পবিত্র করে এবং যে ইহাকে অপবিত্র করে সে, ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে।" (৯১ঃ৮-১১)

কুরআন এখানে আত্মার বিশুদ্ধির কথা ঘোষণা করিয়াছেন এবং এই আত্মাকে পরিচালিত করার জন্য সৎ, অসৎ পথদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। যদি সে পুণ্য কার্য করে, তবে সে মহান পুরস্কারে ভূষিত হইবে। আর যদি অমঙ্গলজনক পথটিকে বাছিয়া লয়, তবে সে ধ্বংশপ্রাপ্ত হইবে। বিশ্বের বিপুল কর্মক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সে যাহা অর্জন করিবে, পরিনামে তাহাই ভোগ করিবে। কিন্তু তাহার প্রিয় মানুষ পাপক্লিষ্ট হইয়া ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার অসহ্য। তিনি গফুরুর রহীম। পাপীর আজাবের চিত্র দর্শন করিয়া তাহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া ওঠে, তাই তাঁহাকে পরম সোহানুভূতির সহিত পাপীর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া শান্ত্বনা দান করিতে দেখি। কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন ঃ

"বল, হে আমার বান্দাগণ, যাহারা তাহাদের নিজ নিজ আত্মার প্রতি অনিষ্ট সাধন করিয়াছে এবং তাহারা যেন আল্লাহ্‌র আশীষ সম্পর্কে ভগ্নমনোরথ না হয়। কেননা তিনি অত্যাধিক ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৩৯ঃ৫৪)

পাপের কবলে পতিত মানুষদিগকে আল্লাহ্‌ একেবারে পরিত্যাগ করিবেন না। তাহারা তো আল্লাহ্‌তায়ালার সেরা সৃষ্টি-মানুষ। যদি তাহারা অন্তরের গভীর অনুতাপ সহকারে আল্লাহ্‌র সমীপে তওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তাহারা পাপমুক্ত হইতে পারিবে। আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। বিগলিত হৃদয়ে তিনি পাপীগনের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিতেছেন—

"এবং যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মার অনিষ্ট ও ক্ষতি সাধন করে এবং তারপর ক্ষমা প্রার্থনা করে; (সে) নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে যে, আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

(৪ঃ১১১)।

★

দাজ্জালের আবির্ভাব

মাশরেক আলী

যাবতীয় প্রশংসা আল্লার, যিনি বিশ্বজগতের প্রভু, যিনি সত্য পথ প্রদর্শন করেন এবং কোরআন হাদিসের সঠিক জ্ঞান প্রদান করেন।

ইসলাম যদি সত্য ধর্ম হয়, কুরআনের শিক্ষা যদি কেয়ামত তথা প্রলয়কাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে মুসলিম ধর্মান্তরিত হতে পারেনা। মানুষ ধর্মান্তরিত হয় কখন? যখন সে পর ধর্মকে স্ব-ধর্ম থেকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করে। যদি কোন মুসলিম ধর্মান্তরিত হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে 'ইসলাম' থেকে সে ধর্ম নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট। অথচ মুসলিমগণ মোহাম্মদ (সাঃ) -কে খাতামান্নাবীয়ীন বা শ্রেষ্ঠতম নবী মানেন এবং 'ইসলাম' তথা 'শান্তির ধর্ম'কে কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র 'মানব ধর্ম' বলে মনে করেন। কেননা তাঁরা বলেন 'ইসলামে মানবের পূর্ণ পরিণতি নিহিত আছে।'

এক্ষনে কোন মুসলিম যদি ধর্মান্তরিত হন তবে বুঝতে হবে কোন ফেৎনায় বা কৌশল জালে আবদ্ধ হয়ে তিনি ধর্মান্তরিত হয়েছেন। এই যে ফেৎনা বা কৌশল চক্র, এর সম্বন্ধে কি কোন সাবধান বাণী তাঁদের রসুল বা আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন? যদি ইসলাম সত্য এবং পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম হয়, তবে এটা সুনিশ্চিত যে, তাঁদের নবী বা পথ-প্রদর্শক এবং তাঁদের উপাস্য আল্লাহ ধর্ম রক্ষার্থে ধার্মিকদিগকে কোন না কোন সুব্যবস্থা করেছেন। অন্যথায় ধর্ম লোপ পাবে, আল্লার সৃষ্টি-উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

আল্লাহ জানেন যে, মুসলিম একদিন ইহুদীও নাসারা সুলভ আচরন করবেন। সে কারণ তিনি শিক্ষা দিয়েছেন ধর্ম-বিধানের (কুরআনের) শিরোনামায়, 'গয়রুল মাগজুবে আলায়হীম অলাজ্জোয়াল্লীন' যাতে সবার চোখে পড়ে এবং 'অভিশপ্ত ইহুদী ও পথ ভ্রষ্ট খ্রীষ্টান হয়ে না যায়'। ইহুদী ও খ্রীষ্টান দু'ভাবে হওয়া সম্ভব। এদের একটি হলো ইহুদী ও খ্রীষ্টান স্বভাব সম্পন্ন হওয়া আর অপরটি হলো ধর্মান্তরিত হয়ে পুরোপুরি ইহুদী খ্রীষ্টান হওয়া। গুণের দিক দিয়ে বিচার করলে মুসলিমগণ ইহুদী ও খ্রীষ্টান স্বভাব সম্পন্ন হয়ে গেছেন। আর ধর্মান্তরের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, লক্ষ লক্ষ মুসলিম খ্রীষ্টান হয়ে গেছেন (কেবল পাকিস্তান থেকে কয়েক লক্ষ এবং ভারত থেকে লক্ষাধিক মুসলিম খ্রীষ্টান হয়েছেন)। ইহুদী স্বভাব সম্পন্ন হওয়ার অর্থ হলো ইহুদীগণের আচরন ও বিশ্বাস হুবহু অনুকরন করা। তাই দেখতে পাই ইহুদীগণ যেমন—

(১) তৌরাতের কোন আয়াত গ্রহণ করেছেন আবার কোন আয়াত ত্যাগ করেছেন (সুবিধার্থে); মুসলিমগণও তেমনি কুরআন মজীদের কোন আয়াত গ্রহণ করেছেন আবার কোন আয়াত ত্যাগ করেছেন।

(২) ইহুদীগণ তৌরাতের কোন কোন আয়াতকে মনসুক (রহিত) করেছেন। মুসলিমগণও কুরআন মজীদের বহু আয়াতকে মনসুক করেছেন।

(৩) ইহুদীগণ সত্যনবীকে অমান্য ও হত্যার ষড়যন্ত্র করেছেন [এহিয়া (আঃ), ইসা (আঃ) ইত্যাদি-কে]। মুসলিমগণ তেমনি জামানার মোজাদ্দেদ (সংস্কারকগণকে) অমান্য ও হত্যার ষড়যন্ত্র করেছেন।

(৪) ইহুদীগণ কতক গুলো ভ্রান্ত বিশ্বাস রাখেন; যেমন এলিয়া (ইলিয়াস আঃ) নবী সশরীরে আকাশে উত্থিত হয়েছেন, সেখানে এখনও জীবিত আছেন এবং পরে তাঁদেরকে উদ্ধার করতে আবার মর্তলোকে আগমন করবেন। মুসলিমগণ তেমনি

বিশ্বাস করেন যে, ঈসা (আঃ) সশরীরে আকাশে উত্থিত হয়েছেন; সেখানে এখনও জীবিত আছেন এবং পরে তাঁদেরকে উদ্ধার করতে আবার মর্তলোকে আগমন করবেন।

কুরআন শরীফে আল্লাহ মুসলিমগণকে চার শ্রেণীর নিয়ামত (পুরস্কার) দিবার কথা উল্লেখ করেছেন যথাঃ-নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ। কুরআন শরীফের আয়াতটি হোলঃ—"যারা আল্লাহ এবং এই নবীকে (মুহম্মদ সাঃ) মান্য করে, তারা, আল্লাহ যাদের উপর নিয়ামত বর্ষন করেছেন—যেমন নবী, শহীদ, সিদ্দীক ও সালেহ, তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (৪ঃ৭০) মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, তাঁরা সালেহ, শহীদ ও বড়জোর সিদ্দীক হতে পারেন কিন্তু 'নবী' হতে পারেন না। এখানে কুরআনের এই স্পষ্ট উক্তির তিনটি গ্রহণ করলেন কিন্তু একটি পরিত্যাগ করলেন। এরূপে তাঁরা ইহুদী স্বভাব সম্পন্ন হয়েছেন।

মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন, কুরআনের বহু আয়াত মনসুক হয়ে গেছে, এখন সেগুলো অচল। কেহ বলেন—পাঁচশত আয়াত অচল, কেহ বলেন—একশত পঞ্চাশ। আবার কেহ কেহ বলেন—কেবল মাত্র পঞ্চাশ অথবা পাঁচ আয়াত। এরূপে তাঁরা ইহুদী স্বভাব সম্পন্ন হয়েছেন।

মুসলিমগণ জামানার মোজাদ্দেদ এবং আল্লার পরম ভক্তগণকে কাফের বলে অমান্য করেছেন। এমনকি হত্যার ষড়যন্ত্র করতে দ্বিধাবোধ করেননি। যেমন তাঁরা কাফেরের ফাৎওয়া দিয়েছেন—ইমাম মহাত্মা আবু হানিফা (রঃ), আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), ইমাম শাফী (রঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ), শাহ অলিউল্লাহ (রঃ), খাজা মইনুদ্দীন চিশতী (রঃ), নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (রঃ) প্রমুখ মোজাদ্দেদ ও অলিআল্লাহগণকে। তাঁদের মধ্যে কাকেও কারাদণ্ড সহ্য হয়েছে, কাকেও কঠোর প্রহার সহ্য করতে হয়েছে। আহমদ বিন হাম্বলের হাত ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এঁরা এবার এক খাপ এগিয়ে গিয়ে কাফেরের ফাৎওয়া সহ নানা কুৎসিত ভাষায় কলঙ্ক হেনে আখেরী জামানার ইমাম মাহদী (আঃ)-ক হত্যার ষড়যন্ত্র করতে দ্বিধাবোধ করেননি। ফলে ইহুদী স্বভাব সম্পন্ন হবার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাও পূর্ণ হয়ে গেছে।

মুসলিমগণ খ্রীষ্টান স্বভাব সম্পন্ন হয়েছেন নিম্ন লিখিতগুলো বিশ্বাস করেঃ

(১) খ্রীষ্টানগণ বিশ্বাস করেন, ঈসা (আঃ) আসমানে স্ব-শরীরে উঠে গেছেন। মার্ক (১৬-১৯)। মুসলিগণও বিশ্বাস বিশ্বাস করেন, ঈসা (আঃ) সশরীরে আসমানে উঠে গেছেন।

(২) খ্রীষ্টানগণ বিশ্বাস করেন, ঈসা (আঃ) আসমানে খোদার দক্ষিণ পাশে বসে আছেন। (মার্কে ১৬—১৯)। মুসলিমগণও বিশ্বাস করেন ঈসা (আঃ) চতুর্থ আসমানে খোদার নিকট বসে আছেন।

(৩) খ্রীষ্টানগণ বিশ্বাস করেন, ঈসা (আঃ) মৃত ব্যক্তিকে জীবনদান করতেন। মুসলিমগণও বিশ্বাস করেন, ঈসা (আঃ) মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করতেন।

(৪) খ্রীষ্টানগণ বিশ্বাস করেন, ঈসা (আঃ) 'আল্লার পুত্র'। মুসলিমগণ, যারা খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করেছেন (যথা মৌঃ ইমাদউদ্দীন, শায়েক, সিরাজ উদ্দীন, আবদুল্লাহ আথাম, ফতেহ মসীহ, ফতেহ মনসুর, পাদ্রীবেগ, মাওলানা আবদুল হক প্রভৃতি) তাঁরা বলে থাকেন, ঈসা (আঃ) আল্লার পুত্র।

দাজ্জালী ফেৎনার ভয়াবহ উৎপাত কাহিনী বর্ণনার পর, তার হাত থেকে মুসলিমগণকে রক্ষার জন্য আল্লার রসুল মুহম্মদ মোস্তফা (সাঃ) একটি রক্ষা কবজ রেখে গেছেন। তা হোল এইঃ "যাঁরা

দাজ্জালী ফেৎনা থেকে রক্ষা পেতে চান, তারা যেন সুরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত পাঠ করেন।' (মুসলিম)। এই অমিয় বাণী থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নিশ্চই সুরা কাহাফের মধ্যে এমন একটি গোপন তত্ত্ব নিহিত আছে, যার ব্যাখ্যা করলে দাজ্জাল কারা এবং এই ফেৎনাটি কি তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এক্ষণে সুরা কাহাফের মধ্যে (১০ আয়াতে) কি গোপন কথা প্রচ্ছন্ন আছে, তা দেখা যাক। আল্লাহ্ বলেন, "যাবতীয় প্রশংসা আল্লার, যিনি এই মহাগ্রন্থ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন··যাতে তাদের জন্য সতর্কবাণী রয়েছে, যারা বলে যাক 'আল্লাহ্ পুত্র জন্ম দিয়েছেন' তাদের অথবা তাদের পিতৃপুরুষদের এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই।

এ আয়াত কয়টির মধ্যে খ্রীষ্টান জাতির কথা বলা হয়েছে, যারা বলে থাকে, আল্লাহর পুত্র হয়েছে, অথচ এটা একটি জলন্ত মিথ্যা কথা। মুসলিমগণ সাবধান! যেন তারা এমন কথা বলে না ফেলে, যদি একথা তারা বিশ্বাস করে; তবে তারাও খ্রীষ্টান হয়ে যাবে, আর তার জন্য কুরআন Warning দিচ্ছে। এর থেকে পরিষ্কার ধারণা হয় এবং হাদীস ও কুরআনের বাণীর সমন্বয়ে বুঝা যায় যে, এই খ্রীষ্টান জাত (যারা আল্লার পুত্র আছে অর্থাৎ ঈসা (আঃ) আল্লার পুত্র বিশ্বাস করে) হলো সেই দাজ্জাল। যে দাজ্জাল সম্পর্কে রূপক ভাষায় আল্লার রসুল কত কথাই না ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য তিনি জানতেন এবং তা প্রকাশ করতে পারতেন কিন্তু তা হলে মুসলিমগণ সে রাজত্ব হাতে পেয়েছিলেন তার অধীনস্থ খ্রীষ্টানদের আর রক্ষা পেতে হোত না। অথচ সে সময় তাদের উৎপাত শুরু হয়নি। কেননা "দাজ্জাল একটি দ্বীপের গীর্জায় লৌহ সিকলে বাধা আছে" রাসুলুল্লার এই উক্তি অসত্য হয়ে পড়ে। রেনেসাঁসের পরেই খ্রীষ্টান ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। তাছাড়া কেবল পাত্র নিয়ে কোন ঘটনা ঘটে না। প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাতে রয়েছে স্থান, কাল ও পাত্র। সময় না হলো ঘটনা ঘটবে না। তাই কুরআন মজীদে দেখি, 'প্রত্যেক জাতির জন্য নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং যখন তাদের সময় আসে, তখন তারা এর এক মুহূর্ত অগ্র অথবা পশ্চাৎ হইতে না।' (৭:৩৫) সময় হলেই ঘটনা ঘটবে, তাই আল্লাহ কুরআনের সুরা ফাতেহায় (যে নামাজের প্রতি রাকাতে অতি অবশ্য পাঠ্য করে দিয়েছেন) খ্রীষ্টান তথা দাজ্জাল না হওয়ার দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন তা হোলো : 'অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদিগের পথে চালিত কর না।' কুরআন মজীদ এবং হাদীস শরীফ থেকে যিনি এই সূক্ষ্মতত্ত্ব উদ্ঘাটন করেছেন এবং বিশ্ব থেকে ক্রুশবাদ তথা দাজ্জালী ফেৎনার ভিত্তি সমূলে উৎপাটিত করেছেন, তিনি সাধারণ মানুষ না যুগের মাহদী মসিহ তা চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গকে জানতে অনুরোধ করি।

বিশেষ খেয়াল করে কুরআন শরীফ আদ্যপান্ত পাঠে দেখা যায়, আল্লাহ মহাশিক্ষার (কুরআনের) প্রথমে সুরা ফাতেহায় এবং শেষে 'লাহাব' সুরা থেকে সুরা 'নাছ' পর্যন্ত কেবল দাজ্জালের হাত থেকে রক্ষার প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন হাদীসের এই প্রচ্ছন্ন উক্তিগুলি জ্ঞানী সমক্ষে উল্লেখ করছি।

ধরা যাক সুরা 'লাহাবের' কথা—আবু লাহাবের "হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক বা হবে। তার ধন-সম্পত্তি এবং সে যা উপার্জন করেছে, তা তার কোন উপকারে আসবে না। শীঘ্রই সে শিখাবিশিষ্ট অগ্নিতে প্রবেশ করবে এবং তার স্ত্রীও (উক্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে)।"

আবু লাহাব ও তার স্ত্রী রাসুলুল্লার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিল। সে কারণ আল্লার অভি-সম্পাত তাদের উপর বর্ষিত হয়েছে। আবু

লাহাব ও তার স্ত্রীর জীবদ্দশায় আল্লার রসুল ও সাহাবাগণ তাদের উপর এ অভিসম্পাত অহরহঃ লেপন করেছেন। কিন্তু যখন তাদের মৃত্যু হলো এবং তারা নরক যন্ত্রনা ভোগ করতে থাকলো, তখন মৃত্যু ব্যক্তিদের উপর অভিসম্পাত দিবার কি অর্থ থাকতে পারে? একটু চিন্তা করলে দেখা যায় এ অভিসম্পাত বর্ষণ বৃথা নহে। ইহার পশ্চাতে আছে একটা রহস্য—প্রাচীর। সে প্রাচীর ভেদ করলেই রহস্য কেটে যাবে। প্রকৃত কথা এই যে, কুরআন করিমের বহু আয়াত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থে লিখিত। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, রাসুলুল্লার সময় যে যে বিষয় সংঘটিত হয়ে ছিল ভবিষ্যতে সে সে বিষয়ের পুনরাভিনয় হতে পারে। তাই এই সব প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে কুরআন সর্বকালের মানব কুলকে সাবধান করতে পারে।

নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় 'আবু লাহাব' শব্দের অর্থ 'অগ্নিশিখার পিতা'; 'আবু লাহাবের হস্তদ্বয়' অর্থে 'অগ্নিশিখার পিতার দুটি হস্ত।' 'অগ্নিশিখা' অর্থে আগ্নেয় অস্ত্র যেমন, পরমানু বোমা, হাইড্রাজেন বোমা, নাইট্রোন বা ন্যাপম বোমা ইত্যাদি এবং অগ্নিশিখার পিতা অর্থে যাদের অধিকারে এ সব অস্ত্র রয়েছে। ১৯১৪ সালের বিশ্ব মহাযুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছিল কারা? খ্রীষ্টান জাত। জাপানের হিরোসীমা ও নাগাসিকি সহরদ্বয় ধুলিস্যাত করে দিয়েছিল এই অস্ত্র। আবুলাহাবের পিতার দুই হস্ত অর্থে 'অগ্নিশিখার পিতার দুটি হস্ত বা দল' অর্থাৎ খ্রীষ্টানদের দুটি দল রাশিয়ান ব্লক ও আমেরিকান ব্লক, যাদের অধিকারে এই আগ্নের অস্ত্র রয়েছে। কুরআন ও হাদীসে কেয়ামতের পূর্বে দুই দলের আগমনের কথা উল্লেখিত হয়েছে যথা:—"এমন কি ইয়াজুজ (গগ) ও মাজুজকে যখন খুলে দেওয়া হবে এবং তখন তারা প্রত্যেক উচ্চস্থান থেকে ছড়িয়ে পড়বে।' (২১ : ৯৭)। এবং ইয়াজুজ ও এবং মাজুজ ও মাজুজের অর্থ হোল রাশিয় ও তার বিপক্ষ দল অর্থাৎ আমেরিকান ব্লক। পৃথিবীর সর্বত্র সকল মানুষ এখন জানেন, পৃথিবীর কমবেশী সকলেই দুটি দলে বিভক্ত, প্রকাশ্যভাবে অথবা পারস্পারিক প্রয়োজনে ও স্বার্থে রাশিয়ান কমিউনিজমে অথবা পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকান ক্যাপিটালিষ্ট ব্লকে। এরাই ইয়াজুজ ও মাজুজ। এদের হস্তে পার্থিব সমস্ত খাদ্য ভাণ্ডার এবং আগ্নেয় অস্ত্র সুসজ্জিত সর্ব প্রকার শক্তি। পৃথিবীর সবাই এখন এদের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত। পার্থিব সর্বরকম সুখ এরা ভোগ করছে এবং আগ্নেয় অস্ত্র দিয়ে পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে নর হত্যার তাণ্ডব লীলায় মত্ততা অগ্নি-শিখার (আগ্নেয় অস্ত্রের) দ্বারা ধ্বংস ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। ইহাই রাসুলুল্লাহ বর্ণিত দাজ্জালের এক হস্তে বেহেস্ত অপর হস্তে দোজখ।' যারা খৃষ্টানদের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন—মিশনারীরা সর্বত্রই। 'রেডক্রশ' হোক আর গীর্জার মাধ্যমে হোক খাদ্য ও সাহায্য স্বীয় অনুগতদিগকে মুক্ত হস্তে দান করছে। ইহাই রাসুলুল্লাহ বর্ণিত দাজ্জালের খাদ্য সরবরাহের হাদীস, (দাজ্জাল তার অনুসরণকারীদিগকে পর্বত প্রমাণ খাদ্য পানীয় সরবরাহ করবে।' (মুসলিম)।

রাসুলুল্লাহ দাজ্জাল সম্বন্ধে বলেছেন, "আকাশ ও পৃথিবীর উপর তার আধিপত্য চলবে।' দেখুন এই দুইটি ব্লক উড়োজাহাজ, জেট ও জঙ্গী বিমান, বোমারু ও ডাকোটা বিমান এবং রকেট প্রভৃতি আবিষ্কার করে আকাশে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। চন্দ্রে আরোহন করেছে। মঙ্গল গ্রহে যাবার পরিকল্পনা চলছে। উপগ্রহ পাঠিয়ে আকাশ পরিক্রম করাছে। পৃথিবীতে তাদের আধিপত্য কি কেউ লক্ষ্য করেনি? আধুনিক সভ্যতা বলতে যা কিছু, সব ত তাদের। যানবাহন, যুদ্ধাস্ত্র ও মানব জীবনের

নত্য প্রয়োজনীয় সমূহ পদার্থ। আরব জগতের যেটুকু গৌরব মুসলিমেরা করে থাকে, ক্ষুদ্র একটা ইস্রাইলের ফনেকের শক্তি পরীক্ষায় ত টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে।

রাসুলুল্লাহ বলেছেন, "তার (দাজ্জালের) আদেশে মেঘ থেকে বৃষ্টি নামবে, জমিন খাদ্য উৎপাদন করবে, মরুময় ভূমি থেকে ধন সম্পদ তার অনুসরণ করবে।" (তিরমিযি)। সত্য সত্যই আকাশে কৃত্রিম উপায়ে মেঘ জমিয়ে তারা বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে। উষর মরু ঘুরে অমূল্য খনিজ সম্পদ নিয়ে গিয়ে স্বীয় দেশকে অমরাবতী তথা বেহেশতের মত করে রেখেছে। চীন, ভারত, ব্রহ্মদেশ, ইরাক, আরব, ইরান, কালাহারী ও সাহারা থেকে যে পরিমাণ কয়লা, লৌহ, স্বর্ণ, পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু তারা নিয়ে গিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন নজীর মেলেনা।

রাসুলুল্লাহ বলেছেন, বিশ্বের সর্বত্রই মক্কা ও মদিনা ব্যতীত দাজ্জালের চিৎকার শ্রুত হবে।" (নেছায়ী)। পৃথিবীর এমন কোন জায়গা আছে, যেখানে খৃষ্টান জাত নেই আর পাদ্রীরা চিৎকার করেনা, 'আল্লার পুত্র হয়েছে' যীশু আল্লার পুত্র বলে? পৃথিবীর সর্বত্র এই একই চীৎকার যীশু (ঈসা) (আঃ) আল্লার পুত্র' এবং তিনিই মুক্তির পাত্র' কি ভীষণ চীৎকার! যাদের কান নেই, যারা বধীর, তারাই কেবল শুনতে পাচ্ছে না। এখনও দাজ্জালের অপেক্ষায় বসে আছে।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সত্তর (৭০) হাজার মুসলিম তার অনুসরণ করবে" অর্থাৎ তার জামাত ভুক্ত হবে। মুসলিম সত্তর হাজার কেন, সত্তর লাখ তাদের জামাত ভুক্ত অর্থাৎ খ্রীষ্টান হয়ে গেছে।

রাসুলুল্লাহ বলেছেন, "দাজ্জালের একটি চক্ষু অন্ধ হবে।" (বোখারী)। সত্যই সমগ্র পৃথিবীতে খ্রীষ্টান জাতির একটি মাত্র চক্ষু দুনিয়া আর দুনিয়ার চিন্তা—পার্থিব সর্বময় উন্নতির চেষ্টা। পক্ষান্তরে আল্লার চিন্তা তথা আধ্যাত্মিক চিন্ত এই জাতিটির নেই। যাঁরা এক চক্ষু অন্ধ বলতে ভৌতিক চক্ষুকে বোঝেন তাঁরা কুরআনের এই আয়াতের কি অর্থ করবেন? "আর যে ব্যক্তি পৃথিবীতে অন্ধ, সে ব্যক্তি পরকালে অন্ধ হইবে।" (১৭ঃ৭৩)

রাসুলুল্লাহ বলেছেন, "দাজ্জালের কপালে كفر লিখিত থাকবে এবং মোমেনগণ কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সবাই তা বুঝতে পারবে।" (বোখারী)। আরবী ভাষ জানেন এমন মুসলিম ত বুঝতে পারবেন কিন্তু আরবী যাঁরা জানেন না বা একেবারে আনপড় লোক কেমন করে তা বুঝতে পারবে? অথচ মুসলিম মাত্রই ইহা বুঝতে পারবে। ইহাই রাসুলুল্লাহ বলতে চেয়েছেন। আর তাঁর সাবধান করে দেবার অর্থ হোল মুসলিমগণ যেন সহজে এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা দাজ্জালকে বুঝতে পারেন এবং এ ফেৎনায় না পড়েন। যাঁদের অক্ষর জ্ঞান নেই তাঁরা বুঝতে পারবেন এর অর্থ আর অন্য কিছুই নহে দাজ্জালের চাল চলন বা হাব ভাবই বুঝিয়ে দেবে সে কে অথবা কোন নিদর্শন চিহ্ন যা সহজে শিক্ষিত অশিক্ষিত লোক দেখেই ধারণা করতে পারবে। হ্যাট মাথায় বিরাট এক শ্রেণীর আলখিল্লা পরিহিত কোন পাদ্রীকে দেখলেই চেনা যায় যে সে পাদ্রী খ্রীষ্টান ধর্ম গুরু। কারণ كفر দিয়ে যদি 'কাফের' পদ প্রকাশ পায়, তবে কাফেরের অর্থ হলো গোপন করা বা ঢাকা দেওয়া। পাদ্রীরা সমগ্র দেহ খানা কি সুন্দর কায়দায় গোপন করে বা ঢাকা দেয়। আবার যদি كفر দিয়ে 'কিফার' পদ হয় তাহলে সবাই জানেন যে পাদ্রীদের হ্যাটের কপালের উপরকার অংশকে ইংরাজীতে কিপার (Keeper) এবং আরবীতে 'কিফার' كفر বলা হয়। এই চিহ্ন দেখলেই শিক্ষিত অশিক্ষিত মুসলিম সহজেই বুঝতে

পারেন যে, এরা খ্রীষ্টান দাজ্জাল। অবশ্য বর্তমানে তাদের অনুকরণ করে পৃথিবীর বহু জাত তা পরিধান করছেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এমন এক সময় ছিল যখন কেবল এই জাতটি তা পরিধান করত।

রাসুলুল্লাহ বলেছেন, "দাজ্জাল ঠিক কনস্টান্টি নোপল জয়ের পরেই বের হবে।" (আবু দাউদ)। ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে মধ্য যুগের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক যুগের সূত্রপাত করেছে। এই 'আধুনিক যুগ' রাসুলুল্লার পরিভাষায় 'দাজ্জালের যুগ'। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী জাতীয় মুসলিমগণ কনস্টান্টি নোপল জয় করেন। ইতি পূর্বে ক্রুশেডের যুদ্ধে প্রাচ্য সভ্যতা (ইসলাম) প্রতীচ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে দিল। এদিকে কনষ্টান্টি নোপলের পতনে প্রাচ্যের গ্রীক সভ্যতা আরিষ্টোটল ও প্লেটোর দার্শনিক তত্ত্ব ইউরোপে এক নবজাগরণের সূত্রপাত করে। এই 'নব জাগরণ' ইতিহাসে।

রেনেসাঁস (Renaissance) নামে খ্যাত। এই আন্দোলন প্রাবনাকারে সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, ভৌগোলিক আবিষ্কারে, রাজনীতি, সমাজনীতি, ও ধর্মনীতির প্রতি স্তরে প্রথমে ইতালী ও পরে ফ্রান্সে, জার্মানীতে, স্পেনে, পর্তুগালে, ইংল্যাণ্ডে, হল্যাণ্ডে, ও পোলাণ্ডে, ভীষণাকারে দেখা দেয়। রাজনীতিতে সঙ্গীত ও চারুশিল্পে ইতালীর ম্যাকিয় ভেলী, রাফায়েল ও লিওনাদার্দো ভিঞ্চির নাম চিরস্মরনীয় হয়ে রয়েছে। ধর্মনীতিতে জার্মানীর মার্টিন লুথার, ফ্রান্সের ক্যালভিন এবং ইংল্যাণ্ডে অষ্টম হেনরী ভীষণ আন্দোলন শুরু করেন। কলম্বস স্পেনের রানী ইজাবেলার নিকট থেকে জাহাজ নিয়ে নূতন আবিষ্কারে আট্‌লান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন। এদিকে ভাস্কো ডা গামা পর্তুগাল থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ পাড়ি দিয়ে ভারতে এসে পৌঁছেন। ড্রেক, ম্যাজিলান, মার্কোপোলো সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষীন করে আসেন।

ইংল্যাণ্ড থেকে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' ফ্রান্স থেকে 'ফ্রান্স ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' হল্যাণ্ড থেকে ওলন্দাজ কোম্পানী, পর্তুগাল থেকে পর্তুগীজরা ভারতবর্ষে এসে পৌঁছায়। সঙ্গে আসে পন্য দ্রব্য, যুদ্ধাস্ত্র, সৈন্য এবং ধর্ম যাজক। ছলে বলে কলে-কৌশলে ভারত তারা জয় করল। সঙ্গে সঙ্গে গীর্জা প্রতিষ্ঠ; বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন করে তার মাধ্যমে 'বাইবেল' শিক্ষা ও ধর্মপ্রচার ভীষণভাবে শুরু করে দেয়। এমন অবস্থা দেখা দিয়াছিল যে, চিকিৎসালয়ে গিয়া বালক নিখোঁজ হয়েছে। কিছুদিন পরে খৃষ্টান অবস্থায় আবার তাকে পাওয়া গিয়েছে। পাদ্রীদের উৎপাৎ এমন বৃদ্ধ পেয়েছিল যে স্থলে, জলে অন্তঃরীক্ষে সর্বত্রই তারা পাড়ি দিয়েছে। চীনদেশে গিয়ে তারা এমন উৎপাৎ শুরু করে যার ফলস্বরূপ 'তাইপিং বিদ্রোহ' (Taiping Rebellion) দেখা দেয়। উপকূলবর্তী এলাকা ও উপজাতীয় এলাকা থেকে শুরু করে সমগ্র ভারতবর্ষ পাদ্রীচক্রে (দাজ্জালী ফেৎনায়) আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভারতকে ভিত্তি করে খৃষ্টানরা (বিশেষ করে ইংরেজরা) ব্যবসার নামে দেশ জয় করে ধর্ম ব্যবসা শুরু করে দেয়। ইহাই রাসুলুল্লাহ বর্ণিত "প্রাচ্যদেশে দাজ্জালের আবির্ভাব"। ভারতবর্ষ সত্যই আরবের (রাসুলুল্লাহ্‌র দেশের) পূর্বে অবস্থিত এবং এখান থেকেই খ্রীষ্টধর্ম যে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিমাত্রই দ্বিরুক্তি করিবেন না। (ক্রমশঃ)

★

আহমদীদের প্রতি

স্যার জাফরুল্লাহ খানের ভাষন

তাউজ, তাশাহুদ ও সুরা–ফাতিহা পাঠের পর স্যার চৌধুরী মুহাম্মাদ জাফরুল্লাহ খান বলেন, "বহু দিন পর দুভাই পরস্পর যখন এক সাথে মিলতে পারে, তখন অন্তর আনন্দে যে কতখানি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, তা বর্ণনার বাইরে। আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহে আমি আপনাদের সাথে মিলতে পেরে সেই আনন্দ অনুভব করছি। আল্লাহ আমাদের দিলের মধ্যে তাঁর সেই গভীর মহব্বত দান করেছেন। আমাদের মধ্যে কেউ হয়ত শত্রুও ছিল কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে গভীর মহব্বত জাগিয়ে তুলেছেন—তাই আমরা সব কিছু ভুলে গিয়ে গভীর ভ্রাতৃত্ব সহকারে ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিত হতে পেরেছি।' ক্রমাগত দশ দিনের ক্লান্ত হেতু তাঁর কাঠ স্বর নিস্তেজ হয়ে আসছিল—তথাপিত প্রাণের আবেগে প্রাণের কথা বলে চললেন—"বর্তমান সময়টি এক অতিব সংকটময় এক মহা পরীক্ষার সময়। আর এ সময়টি চলছে অতি দ্রুত বেগে—এর ঘটনা গুলোও ঘটছে আরও দ্রুততার সাথে; কোন সময় কোন ঘটনা এত দ্রুত কখনো ঘটেনি। দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান নিমিষের ভ্রুক্ষেপে ধেয়ে চলছে; ইতিহাস তা লিখে রেখেছে। অন্য-দিকে রুহানিয়াৎ বা আধ্যাত্মিকতার যাত্রা অতিব মন্থর হয়ে আসছে। কিন্তু এ কথাই যথার্থ সত্য যে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান জীবনের প্রকৃত সাফল্য এনে দিতে পারে না সকল সফলতার চাবিকাটি অধ্যত্ব-বোধ মানুষকে দিতে পারে।

বর্তমান বিজ্ঞান মানুষকে উন্নতি আশ্বাস দিক না কেন—ইহা মানুষকে ধ্বংশের দিকে টেনে নিয়ে চলছে। সত্যকার সে মানুষ কিছুই দিচ্ছে না। কিন্তু আল্লার ভাণ্ডার সর্বদা পূর্ণ। তিনি তাঁর বান্দাকে বলছেন, 'আল্লাহ তায়ালা কারো কাছে এমন কিছুই চান না, যা সে দিতে পারে না।' তাই আল্লাহতায়ালা মানুষের বর্তমান অবস্থার মধ্য থেকে চাচ্ছেন।' জনাব খান সাহেব জোর দিয়ে বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে যা দিয়েছেন তাই দিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ তায়ালা তো তাঁর প্রত্যেক বান্দাকে অন্তত: দোয়া করার তৌফিক দিয়েছেন। আমরা দোয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিগত জীবনে বহু উন্নতি করতে পারি।

আল্লার কানুন চিরকাল চলবেই, তা কেউ রোধ করতে পারে না। কোন বিপদকেও ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তবে এক মাত্র দোয়ার মাধ্যমে এ সবের ফলাফল শুভ হতে পারে মসিহ মওউদ (আঃ) তার প্রমান দিয়েছেন। এ জন্য মসিহ মওউদ (আঃ) দোয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। দোয়ার মাধ্যমে খোদার সাহায্য নিয়ে আমাদের সকল কাজে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আমরা দোয়ার যে ফজিলত দেখেছি তা বর্ণনাতীত। দোয়াই এক মাত্র শক্তিশালী অস্ত্র দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া যায়। তিনি বান্দার প্রতিটি দোয়া শ্রবণ করেন এবং বান্দাকে তার প্রতি আহ্বান করেন। খোদা চান যে, তাঁর বান্দাও তাঁকে তাদের প্রতি আহ্বান করুক এবং অগ্রসর হোক।

সদুদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। ইসলামী জীবনের মধ্যে দীন ও দুনিয়া পৃথক নয়। দুনিয়াকে দীনের বিধানের মধ্য দিয়ে পরিচালনা করলে

তাও দীনের কাজের মধ্যে শামিল হবে। দুনিয়ার সকল আসবাব পত্র, যদি আল্লার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি, তবে তা আল্লার কাজের মধ্যে শামিল। আল্লাহ এটাই চান। একমাত্র দোয়ার মাধ্যমে সকল সৎকার্যাবলীর প্রান্ত সীমা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেন আমরা সীমাকে কখনো অতিক্রম না করে বসি। আল্লাহই বলেনঃ 'মিথ্যার নিকটবর্তী হয়োনা, বরং সত্যের প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাও —তাই সীমা যত দূরবর্তী হোক।

তবলিগের যত রাস্তা আছে, নিজের আমলই তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারবারী লোক, মোসাফির, দরিদ্র, বিধবা অর্থাৎ প্রতি স্তরের মানুষের সাথে নিজের পূর্ণ আখলাখ ও আমল নিয়ে মিলতে হবে। তাদের প্রত্যেককে হৃদয় দিয়ে জয় করার মধ্যে সবচেয়ে বড় তবলিগ নিহিত। কোন মিলে বা কলকারখানায় কাজ করতে গিয়ে কারো প্রশংসা অর্জন বা সময়ের প্রতি তাকাবোনা—সে কাজ একান্ত নিজের মনে করে গভীর মনোনিবেশ সহকারে করে যাব। সৎ মকসুদের অভাবে কাজে ব্যর্থতা নেমে আসে। যদি মালিককে খুশি করার উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়, তবে মালিক আংশিক খুশি হলেও আল্লাহ খুশি হন না কিন্তু প্রকৃতই যদি আল্লাহ ক খুশি করার উদ্দেশ্যে কাজ করি, তবে আল্লাহ ও মালিক উভয়েই খুশি হন এবং সে কাজ বরকতপূর্ণ হয়। মানুষ যখন কোন কাজ করে, তখন তা কার উদ্দেশ্যে করছে, তা আল্লাহ জানেন। আল্লাহ প্রতিটি মানুষের অন্তরের খবর রাখেন আল্লাহকে তা বলে দিতে হয় না। এই মহান আল্লাকে উদ্দেশ্য করে আমাদের সকল কাজ করে যেতে হবে—তাহলে আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন ও খুশি থাকবেন। খোশবু আপনা-আপনিই খোশবু। সে আপন মনে খোশবু ছড়িয়ে যায়—কারো তারিফের অপেক্ষা সে রাখে না। তেমনি আমরা কোন কিছুর প্রশংসার মুখাপেক্ষী না হয়ে আপন মনে আমাদের জীবনের খোশবু ছড়িয়ে যাব।

আহ্‌মদীয়া জামাত একদিন অতি ছোট ছিল কিন্তু আল্লার ইচ্ছায় বর্তমান তা দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। লোকে আমাদিগকে মির্জায়ী বলে উপহাস করে, অন্যদিকে আমাদিগের চরিত্রকে উচ্চে স্থান দেয়। আমাদের ঘোর বিরুদ্ধবাদীগনও বলে থাকেন যে, মির্যায়ী কখনোও মিথ্যা বলে না। এখন আমাদের আখলাখ আরও বুলন্দ করতে হবে। প্রতিটি লোকের সাথে গভীর মহব্বত নিয়ে মিলতে পারলে আমর সেই বুলন্দ আখলাক লাভ করতে পারব।

"দৈনিক আলফজল পত্রিকায়" অনেক মূল্যবান উপদেশ প্রকাশিত হয়। আমাদের জীবনে তার আমল করা উচিৎ। যখন আমাদের আমল এমন হবে যে, আমরা প্রতিটি কাজ সততা সহকারে করতে পারব, তখন দুষমনের দিলের মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে উন্নত ধারণা জাগবে। তখন দুষমনেরা ভাবতে সক্ষম হবে যে, তাদের উলেমাদের কাফেরী ফতোয়া সত্বেও আহ্‌মদীদের ভেতরে বাস্তবিক কোন কাফেরী চিহ্ন পর্যন্ত ও আবিষ্কার করা যায় না। এখন ব্যাপার কি?" আল্লাহ্ বলেন, "যে বান্দা আমার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে, আমি তাঁর প্রতি অগ্রসর হই। রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন সম্পর্কে যত পড়ব, যত জানব আমাদের আমলও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। সকল কাজের আসল অস্ত্র হলো একদিকে দোয়া ও অন্যদিকে আমাদের আমল।

আহ্‌মদী হিসাবে যদি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কোন কমজোরী বা দুর্বলতা এসে যায়। তবে জামাতকেও তার দুর্গাম ভোগ করতে হবে। আমার ব্যক্তিগত জীবন প্রশংসাময় হলে, আমিও জামাতের প্রশংসার কারণ হতে পারব। আমার ব্যক্তিগত ত্রুটির জন্য অন্যের মনে যেন কোন রূপ ভুল বুঝাবুঝির

সৃষ্টি না হয়। আমার কোন ব্যবহার যেন কারো আহমদীয়া জামাতে প্রবেশের পথে কোনক্রমে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। আমার চারিত্রিক দুর্বলতা নিয়ে কারো সামনে আমি যেন কণ্টক হয়ে না দাঁড়াই। আমার সিলসিলার উদ্দেশ্যে আমার আমল ও কর্ম নিয়োজিত করতে হবে। আমার বক্তব্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে বললাম।

এখন আমাদের সকল কাজের উপর সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আমার কথা ও কাজ আমার জামাতের উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। আমার সকল কাজ যেন আল্লার দরবারে গৃহীত হয়। ইমান ও আমলের পরীক্ষায় আমার ক্রমোচ্চ সাফল্য লাভ হচ্ছে কিনা তা বুঝতে হবে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থী যেন নিজ নিজ পরিক্ষার তরিকী সম্পর্কে অবহিত থাকে। আর এ জন্য সর্বদা রহিম ও কাদের খোদার দরবারে মাথা ঝুকিয়ে রাখতে হবে। কোন বিপদ দেখে পিছপাও হলে চলবেনা। প্রতিটি বিপদ আল্লার দরবারে পৌঁছুবার এক একটি সিড়ি স্বরূপ। সুতরাং নৈরাশ্যের কিছুই নেই। গভীর হেকমতের সাথে নির্ভিকভাবে অতিক্রম করে যেতে হবে। যার সম্পর্ক আল্লার সাথে দৃঢ়তর হবে সে-ই শুধু সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ন হতে পারে। এক মাত্র পার্থিব সম্পদরাশি সব কিছুই নয় বা এগুলো জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। যদি কেউ পার্থিব আসবাব সমূহকে বড় মনে করে, তবে তা শিরিক করা হবে। এই আসবাব গুলোকে আল্লাহকে পাওয়ার এক একটি অছিলা হিসেবে যদি দেখি, তবে পূণ্যময়। সকল আসবাবই তো আল্লাই সৃষ্টি করেছেন। এ গুলোকে যথার্থ ভাবে প্রয়োগ করার মধ্যেই আল্লার রহমত ও ফজিলত নিহিত রয়েছে। আধ্যাত্মিক সাধনা ক্ষেত্রে এ গুলো যেন কোন বাধা সৃষ্টি করতে না পারে, তা দেখতে হবে।

একদা আমার মায়ের সাথে ভাইসরয় ওয়েলিংডন এবং লেডি ওয়েলিংডন সাক্ষাৎ করতে আসেন। মা পরদার ভেতর থেকে কেবল মাত্র লেডি ওয়েলিংডনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ওয়েলিংডনের পক্ষ থেকে আমি মাকে তাঁর সালাম পৌঁছে দিয়ে ছিলাম। ভাইসরয় পরদার আড়াল থেকে মায়ের সাথে কথা বলেন। আমি তার তরজমা করে মাকে শুনিয়ে ছিলাম। কথার ফাঁকে ওয়েলিংডন সাহেব মাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বাশাহী করা কি সহজ, না সংসারী করা সহজ?"

মা উত্তর দেন, "খোদা যার জন্য যেটি সহজ করে দেন, সেইটা তার পক্ষে সহজ।" মায়ের এই কথা থেকে আমিও জীবনে এক গভীর শিক্ষা পাই। এক সময় শামায়েল তিরমিযি অনুবাদ করতে গিয়ে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর এক দোয়া পড়তাম তাহলো: "হে আল্লাহ, তুমি আমার জন্য সকল মুস্কিলকে আহ্সান করে দাও।" খোদা যাকে আহ্সান করেন, তার কাছে কোন মুস্কিলই থাকতে পারে না। ইমানদাররা সকল কাম্য বিষয় আল্লার কাছ থেকে চেয়ে নেন। মানুষ যদি আল্লার নেয়ামত গুলোর ইস্তেমাল করে, তবে সে মহা সৌভাগ্য শালী হতে পারে। যিনি আল্লার সাথে তাল্লুক রাখেন, বাইরের জগতের প্রতি তার কোন খায়েশ বা মহব্বত থাকে না।

একবার খলিফা আউয়াল (রাঃ) তাঁর এক প্রতিবেশী বৃদ্ধার বাড়ীতে যান। বৃদ্ধা তার সন্তান নিয়ে শীতে একটি মাত্র কম্বল জড়িয়ে পিঠাপিঠি করে কোন মতে দিন কাটায়। খাবার একটি চৌকি ও খাবার একটু রুটি ছাড়া কিছুই ছিলনা। খলিফা সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, মা, আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি? বিধবা কোন সাহায্যই চাইলেন না। শেষে খলিফা সাহেবের পীড়াপীড়িতে বৃদ্ধা বল্লেন, আপনি যদি একান্তই না শোনেন, তবে একখানি মোটা অক্ষরের কুরআন শরীফ আমাকে দিতে পারেন। আল্লাকে যিনি লাভ করেছেন তাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ আমাদের সকলকে তওফিক দিন, যেন আমরা সকলেই তাঁর খুশি ও রেজামন্দ হাসেল করতে পারি। আমীন।"

অতঃপর প্রত্যেক আহমদীর সাথে মোলাকাত পূর্বক বিদায় গ্রহণ করেন।

মোঃ আবদুস সালাম সাহেবের
(পুলিশ ইন্সপেক্টর) সৌজন্যে প্রাপ্ত।

★

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

এই কি সভ্যতার অগ্রগতি :

কিছুদিন পূর্বে সংবাদ পত্রাদিতে (তাং ২৮।৮।৬৬) প্রকাশিত হয় যে, নানাপ্রকার অপরাধের মাধ্যমে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা যে আয় করে, তা মার্কিন মুল্লুকের সবচেয়ে বড় ব্যবসা বলে গণ্য হতে পারে। এক সার্ভেতে দেখা গিয়েছে, এতে নাকি বছরে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি ডলার (আমাদের মুদ্রার প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা) অর্জিত হয়ে থাকে। এ অর্থ যারা অর্জন করে, তারা অর্থ পেলেও যাদেরকে ছিনিয়ে, ঠকিয়ে বা খুন করে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়, তাদের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনা হয়। তা'ছাড়া যারা এরূপ অর্থ আত্মসাৎ করে থাকে, তারা দেশের সম্পদ বর্দ্ধনে কোনই সহায়তা করে না এবং অনেকক্ষেত্রে সম্পদ বর্দ্ধনের পথকে পঙ্গু করে ফেলে।

যাক সে কথা। ঐ সার্ভেতে আরো বলা হয়েছে, এই অংক আমেরিকার সমগ্র দেশরক্ষা বাজেট হতে বেশী, মোটর তৈরির বিরাটকায় কোম্পানীর লাভ এবং নিউইয়র্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জের বাৎসরিক মূল্য হতে বেশী। তৎপর কিভাবে এসব হীন কার্য সমাধা করা হয়, এর দু'টি উদাহরণ দেওয়া হয়।

ইদানিং ৩০।১২।৬৭ ঐ দেশের প্রেসিডেন্টের মুখেও এর প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমেরিকাতে অপরাধ প্রবনতা ক্রমবর্ধমানরূপ লাভ করছে।

এসব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা' হলো— ধন-দৌলত, খাদ্য, জ্ঞান বিজ্ঞান এসবের প্রাচুর্য কোন কিছুই মানুষের অধঃপতনকে রুখতে পারে না। বরং অনেকক্ষেত্রে আরো ত্বরান্বিত করে থাকে।

তারা জীবনের অপূর্ণতাকে আরো প্রকট করে তোলে। প্রকৃত ঈমান এবং নিখুঁত আদর্শ ও আমলের প্রেরণাই জীবনকে সুন্দর ও শোভন করে তোলার পথ।

জাল ভেজালের রাজত্ব :

ঈদের আনন্দের একটা দিক হলো, ভাল খাওয়া পরার সাধ্যমত ব্যবস্থা করা। এবার তা করতে গিয়ে পদে পদে শুধু বোকাই বনতে হয়নি, মর্মবেদনাও ভোগ করতে হয়েছে। আর এমনটি হয়েছে এদেশেই, যে দেশ ইসলামের নামে, ইসলামের আদর্শের প্রেরণায় জন্ম নিয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশকে ইসলামিরূপে গড়ে তোলার জন্য কোশেশও চলেছে। যারা বলতে গেলে সবাই মুসলমান। এটাই হলো সবচেয়ে বেশী হৃদয় বিদারক।

কাপড় কিনতে গিয়ে বেশ পুরাতন কাপড় নুতন বলে কিনতে হয়েছে। দোকানীদের কথার উপর বিশ্বাস করেই এমনটি হয়েছে। কয়েকদিন পূর্বে আতর কিনা হয়েছিলো। বিক্রেতা গন্ধ শুঁকিয়ে খাস আতর দিয়ে দাম বেশী নিলো। কিন্তু ঈদের দিন ঐ আতরের গন্ধ খুঁজে পাওয়া গেল না। তেল, ঘির অবস্থা আর বলে লাভ কি? সিমাইর জন্য বেশী দাম দিয়ে দুধ আনা হলো। কিন্তু কিস্‌মতে না থাকলে আর কি করা যাবে। দুধ ফেটে গিয়ে নীরবে আমাদের ফাঁটা বরাতের কথা জানিয়ে গেলো; জানিয়ে গেল, খায়েশ হলে এবং টাকা পয়সা খরচ করলেই ইসলামিক দেশেও ঈদের আনন্দ ভোগ করা যায় না।

জাল ভেজালের ব্যাপার নিয়ে কিছুদিন পূর্বে দৈনিক পাকিস্তান 'পত্রিকায় এক রিপোর্টে' বলা হয়েছিলো খাদ্যে ভেজাল, প্রসাধন সামগ্রীতে ভেজাল,

ভবন নির্মান সামগ্রীতে ভেজাল, এমনকি, ঔষধেও ভেজাল। ভেজালে যেন সর্ব চরাচর ছেয়ে গেছে।

ঘি আর তেল, চা আর দুধ, মাখন ও ছানা, হলুদ, মরিচ, জিরা, ধনের গুড়া, গরম মশলা, গোলাপ পানি কিংবা ভিনিগার, সুপারি কিংবা মজাদার জর্দা, কিমাম— একমাত্র ডিম ও ফলমূল ছাড়া হেন জিনিস নেই, যা আজ নির্ভেজাল। পুরাতন ডিম, সাকসব্জী, ফলমূল নতুনের সাথে মিশিয়ে চালিয়ে দেওয়ার অভিজ্ঞতা অনেকের রয়েছে। যাক সে কথা। এদেশবাসী ত ইসলামি আদর্শকেই মেনে নিয়েছে ; তবে এমনটি হলো কেন ?

এ প্রশ্নের উভয় গায়ের আহমদী ভাইদের কাছে আছে বলে মনে হয় না। শুধু আদর্শই নয়, এ আদর্শকে জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নবীর আগমন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে আমেরিকা বা পাকিস্তান কারও অধঃপতন রুখা যাবে না।

★

নজুলে মসিহ্ নবীউল্লাহ

(৪১৯ পৃষ্ঠার পর)

মসিহ্ ও মাহদী

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, মসিহে মওউদ যখন এই উম্মতের মধ্য হতেই ইমাম হবেন, তাহলে তাঁর সময়ে যে মাহ্দীর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা দ্বারা কি এই বুঝা যায় না যে, একই সময়ে এই উম্মতের দুইজন ইমাম হবেন? এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য যে, এক সঙ্গে একাধিক ইমাম কখনও হতে পারে না। ইহা ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ। ইসলামের বিধান এই, সমগ্র মুসলিম মণ্ডলীকে এক ইমামের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। কখনও দ্বিধা বিভক্ত হওয়া যাবে না। অতএব শেষ যুগের ইমাম মাহ্দী মসিহে মওউদ ব্যতিরেকে অন্য কেউ নহেন। ইসলামে যেহেতু প্রত্যেক যুগের মোজাদ্দিদকেই মাহ্দী আখ্যা দেওয়া হয়েছে (যেমন 'ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এই উম্মতে মাহ্দী' ইত্যাদি তারিখুল খোলাফা ঃ ২৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) সেইরূপ আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মসিহ্কেও হাদিসে মাহ্দী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "লা মাহ্দী ইল্লা ইসাবনামারয়ামা" (ইবনে মাযা, ৩০ পৃঃ) অর্থাৎ প্রতিশ্রুত ইসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত মাহ্দী নাই। তাছাড়া আমরা দেখেছি বোখারীর হাদিসে মসিহে মওউদকে 'ইমামুকুম মিনকুম' বা এই উম্মতের ইমাম বলা হয়েছে। মসনদে আহমদ হাম্বলেও মসিহে মওউদকে স্পষ্ট ভাষায় 'ইমামান মাহ্দীয়ান' বা ইমাম মাহ্দী বলা হয়েছে। এছাড়া উম্মতের বিখ্যাত আলেমরাও মসিহ্ ও মাহদীকে একই ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। 'একতেরাবুছছায়াত' কিতাবে আবুল খায়ের নবাব নুরুল হাছান খান ইবনে নবাব সিদ্দিক হাছান খান লিখেছেন, "যদি এই হয় যে, ইসা (আঃ) ই মাহ্দী হবেন, তাহলেও তাতে কিছু ক্ষতি নেই।" 'বেহারুল আনওয়ার' কেতাবে আছে "মাহ্দী সকল মানুষের মানুষের মধ্যে ইসা ইবনে মরিয়মের অনুরূপ হবেন।" এই করণেই শেষ যুগের মাহদীকে ইসা ইবনে মরিয়ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইমাম সিরাজ উদ্দিনও এই

অভিমত প্রকাশ করেছেন। মৌদুদী সাহেব 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' পুস্তকে লিখেছেন, 'সঠিক পথ অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই মাহ্‌দী হতে পারেন।" (১২১ পৃষ্ঠা)।

মাহ্‌দী সম্বন্ধে শীয়া-বিশ্বাস

শীয়াদের ইসনে আশারীয়া দলের বিশ্বাস যে, তাদের দ্বাদশ ইমাম মোহাম্মদ হাসান আল আশকারীই (জন্ম: চতুর্থ হিজরী শতাব্দী) ইমাম মাহ্‌দী। শত শত বৎসর যাবত কোন এক গুহায় তিনি আত্মগোপন করে আছেন! শেষ যুগে তিনি প্রকাশিত হয়ে তলওয়ার দ্বারা সমস্ত কাফের বধ করে ইসলামকে জয়যুক্ত করবেন। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসই কালক্রমে সুন্নীদের মধ্যে প্রবেশ করে। মাহ্‌দী সম্বন্ধে বহুপ্রকার আজগুবী কিচ্ছা কাহিনীর সৃষ্টি করেছে, যার সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই। মৌদুদী সাহেব 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' পুস্তকে জবাব দিতে যেয়ে লিখেছেন যে, মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদিস গুলির বর্ণণাকারীর অধিকাংশই শীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। অতএব এইসব হাদিসের সব কথা তাঁর মতে বিশ্বাস যোগ্য নয়। (দেখুন, ১২০, পৃঃ, এই পুস্তকের উর্দু নাম 'তাজদীদে এহ্‌ইয়ায়ে দ্বীন')।

নবীউল্লাহ্‌

মসিহে মওউদ (আঃ)-কে অঁ হযরত (সাঃ) সহি মুসলিমের একটি হাদিসে চারবার নবীউল্লাহ্‌' বলে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন, সহি মোসলেম ও মেশকাত)। উম্মতের বিশিষ্ট বুজুর্গগণও এ বিষয়ে একমত। কয়েকটি অভিমত দেওয়া হল। ইমাম সাইউতী বলেন, 'যে বলে ইসা মসিহ্‌ নবুওত শূন্য অবস্থায় আগমন করবেন সে কাফের।" (হুস্তাজুল কেরামা, ৪৩১ পৃষ্ঠা)। শাহ্‌ ওলীউল্লাহ্‌ মুহাদ্দেস দেহ্‌লবী বলেন, "সাধারণের বিশ্বাস মসিহে মওউদ যখন নাজিল হবেন, তখন তিনি শুধু উম্মতি হবেন, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। তিনি ত মোহাম্মদী গুণের পূর্ণ বিকাশ হবেন এবং তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশ হবেন। অতএব কোথায় এই গৌরব আর কোথায় এক সাধারণ উম্মতী?. এই দুইয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য।" (খায়রুল কছির; ৭২ পৃঃ)। শেখ মহীউদ্দীন ইবনে আরাবী বলেন, "মসিহ্‌ এমন এক ওলীরূপে আবির্ভূত হবেন, যিনি নবুওতের অধিকারী হবেন এবং নিঃসন্দেহে নবী হবেন।" (ফতুহাতে মকিকয়া) এখন প্রশ্ন হল, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উক্তি 'লানবীয়াবাদী' এর পর নবী কিরূপে আসতে পায়েন? এর জবাবে জেনে রাখা দরকার যে, আঁ-হযরত (সাঃ) একদিকে যেমন 'লানবীয়া বাদী' বলেছেন তদ্রূপ অন্যদিকে 'মসিহ্‌ নবীউল্লার' আগমন সংবাদও দিয়েছেন। অতএব এই উভয় প্রকার হাদিসের বিদ্যমানতায় আমাদেরকে এই বিষয়টি বুঝে নিতে হবে। অন্যথায় এক হাদিসকে গ্রহণ করলে অন্যটি পরিত্যাগ করতে হয়। এখন সর্ব প্রথম দেখতে হবে 'বাদ' শব্দ দ্বার এখানে কি বুঝায়। 'বাদ' আরবী শব্দ, অর্থ হল, বিপক্ষে, ন্যায়, অনুরূপ বা পরে। যেমন, "ফাবি আইয়ে হাদিছিন বাদাল্লাহি ওয়া আয়াতিহী ইউমেনুন?" (জাসিয়া, ১ রুকু)। অর্থ, আল্লাহ্‌ এবং তাঁর আয়াতের বিরুদ্ধে আর কোন হাদিস গ্রহনীয় হবে? এখানে 'বাদ' অর্থ বিপক্ষে. বিরুদ্ধে। এখানে 'পরে' অর্থ গ্রহণ করলে এই আয়াতের কোন অর্থই হয় না। বোখারী শরীফে আছে, রসুল করিম (সাঃ) বলেছেন, "ইজা হালকা কিছ্‌রা ফালা কিস্‌রা বাদাহু ওয়া ইজ হালাকা কায়সারা ফালা কায়সারা বাদাহু" (কিতাবুল ইমান) অর্থাৎ কিসরার বাদে কিসরা নাই ও কয়সরের বাদে কয়সর নাই। এখানে 'বাদ' অর্থ ন্যায় বা অনুরূপ অন্যথায় ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন যে, এই কিসরা ও কয়সরের (পারশ্য ও রোমক সম্রাট) পরেও কিসরা ও কয়সর হয়েছিলেন। অতএব কোরআন ও হাদিসের এই সব প্রমাণ এবং মসিহা

নবীউল্লাহ্‌র আগমন সম্বন্ধীয় সহি হাদিসের আলোকে 'লানবীয়া বাদী' হাদিসের অর্থ হবে, 'আমার ন্যায় বা বিরুদ্ধে আর কোন নবী নাই।" উল্লেখযোগ্য যে, এই হাদিসের অর্থ নিয়ে কোন কোন সাহাবার মধ্যে যখন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হল, তখন উম্মুল মুমীনিন হযরত আয়শা-সিদ্দিকা (রাঃ) বললেন, 'কুলু ইন্নাহু খাতামুল আম্বিয়া ওলা তাকুলু লানবীয়া বাদাহু"। (দুররে মনসুর, জি—৫, পৃঃ ২০৪ ও তকমিলে মজমাউল বেহার, ৮৫ পৃঃ) অর্থাৎ তোমরা আঁহযরত (সাঃ)-কে খাতামুল আম্বিয়া বল কিন্তু তাঁর পরে আর কোন প্রকার নবী নাই বলবে না।

নবী ও রসুল

নবী আরবী নাবা ধাতু থেকে উৎপন্ন। অর্থ, গায়েবের সংবাদ। আর রসুল অর্থ প্রেরিত। সহি হাদিসে আছে, প্রতিশ্রুত মসিহের কাছে ওহী হবে অর্থাৎ তিনি গায়েবের সংবাদ লাভ করবেন (দেখুন, মোসলেম ও মেশকাতের ইয়াজুজ মাজুজ সংক্রান্ত হাদিস) যেমন বর্ণিত আছে, "ইসা (আঃ)-এর নবী হওয়া এবং আঁ-হযরতের অনুসারী হয়ে শরীয়তের নির্দেশাবলী বর্ণনা করা ও তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাতে কোন ইতর বিশেষ হয় না; যদিও এইকাজ তিনি সেই ওহী দ্বারা করেন, যা তাঁর উপর নাজিল হবে।" (মেরকাত, শরাহ মেশকাত, জি—৫, পৃঃ ৫৬৪)। রুহুল মায়ানী' কিতাবে আছে, "সেই মসিহে মওউদের উপর প্রকৃত ওহী নাজিল হবে, যেমন সহি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।" (জিল্‌দ—৯, পৃঃ ৬৫)। এই কিতাবে এরপর লিখা আছে, "রসুলুল্লার মৃত্যুর পর ওহী নাই এবং জিব্রাইল আর পৃথিবীতে আসবেন না, এই কথা সম্পূর্ণ বাতিল।" হানাফীদের ইমাম আলীকারীও এই কথা সমর্থন করেছেন। (আল ইশায়াত ফি আশরাতে সায়াত, ২২৬ পৃঃ) অতএব প্রতিশ্রুত মসিহ্ নবীউল্লাহ্ যে ওহী দ্বারা গায়েবের সংবাদ লাভ করবেন, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া আল্লাই যে তাঁকে প্রেরণ করবেন, সে বিষয়ে কারও দ্বিমত নাই। অতএব তাঁর নবী (গায়েবের সংবাদ প্রাপ্ত) এবং রসুল (প্রেরিত) হওয়া দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। *

কোরআনে উম্মতি নবী

পুস্তক সমাপ্ত করার আগে আমরা পবিত্র কোরআন আলোচনা করে দেখব, তাতে উম্মতি নবীর কোন বিধান আছে কিনা। কেননা কোরআনের রায় সব কিছুর উর্ধে। কোরআন যে ফয়সলা দেবে, তা আমাদের সকলকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। সুরা নেছার নবম রুকুতে আল্লাতায়ালা বলেন, "ওমাই ইউতিইল্লাহা ওয়ার রাসুল ফা উলাইকা মায়াল্লাজিনা আনামাল্লাহু আলাইহীমা মিনান্নাবীইনা ওয়াজ ছিদ্দিকিনা ওয়াশ শুহাদায়ী ওয়াছ ছালেহীনা ওয়া হাছুনা উলাইকা রাফিকা।" অর্থাৎ যে আল্লা এবং তাঁর রসুলের (মোহাম্মদ সাঃ) অনুসরণ করে, সে ঐসব লোকদের অন্তর্গত, যাদেরকে আল্লা পুরস্কৃত করেছেন, অর্থাৎ তারা হল নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ্ আর এরাইত সর্বোত্তম সঙ্গী। এই আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, যারা আল্লা এবং নবী সম্রাট মোহাম্মদ (সাঃ)-কে অনুসরণ করে চলবে, তারা নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহের পদ মর্যাদা লাভ করবে। কিন্তু নবুওতের মুনকেররা বলেন যে, এখানে নাকি নবী হওয়ার কথা বলা হয় নাই। কেননা তাদের মতে, এই আয়াতে ব্যবহৃত 'মাআ' শব্দ দ্বারা সঙ্গলাভ করা বুঝায়। কিন্তু তাদের এ এতেরাজ ঠিক নয়। 'মাআ' দ্বারা কেবল সঙ্গী হওয়াই নয়, বরং অন্তর্ভুক্ত হওয়াও বুঝায়। যেমন কোরআন

* জনাব মৌদুদী সাহেব পশু পক্ষীরও ওহী হয় বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু বর্তমানে তাঁর মতে মানুষের ওহী নাকি বন্ধ। (ইসলামে রেনেসা আন্দোলন, ১০৫ পৃষ্ঠা)।

শরীফে আল্লাতালা আমাদেরকে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, "তাওয়াফ ফানা মাআল আবরার।" অর্থাৎ আমাদেরকে নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে মৃত্যু দাও। এখানে সঙ্গে অথবা সাথে অর্থ গ্রহণ করলে এই দোয়া হাস্যস্পদ হয়ে যায়। কেননা সকল নেক লোক ত আর এক সঙ্গে মরতে পারেন না। যাহোক ইমাম রাগেব এই আয়াতের তফসিরে লিখেছেন, 'মিন্মান আনামাল্লাহু আলাইহীম মিনাল ফিরাকিল আরবায়ে ফিল মানজিলাতে ওয়াছছাওয়াবে আম্বাবীয়া বিন নাবীই ওয়াছছিদ্দিকা বিছ ছিদ্দিকী ওয়াশ শাহিদা বিশ শাহিদে ওয়াছ ছালেহা বিন ছালেহে" (তফসির বাহ্‌রুল মুহীত, জি-৩, পৃঃ ২৮৭)। অর্থাৎ, 'এই চার দলের (নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ্) সাথে দর্জা এবং সওয়াবের দিক দিয়ে মিলিবে দেওয়া হবে এনাম প্রাপ্তদেরকে। এ ভাবে তোমাদের মধ্যে যারা নবী হবে তারা নবীদের সঙ্গে, যারা সিদ্দিক হবে তারা সিদ্দিকদর সঙ্গে, এবং যারা সালেহ্ হবে তারা সালেহ্‌দের সঙ্গে মিলিভ হবে'। ইমাম রাগেবের এই বর্ণনাই এই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা! অন্যথায় নবী হতে পারিবেনা বললে এই উম্মতে সিদ্দিক, শহীদ এমন কি সালেহ্‌ও হতে পারবেনা। কারণ সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহ্ পদও নবীর পদের সঙ্গে একই 'মাআ' শব্দের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। অতএব একটা করে অস্বীকার করার উপায় নেই। অস্বীকার করলে চারটিকেই করতে হবে। আর এই চারটি পদকে অস্বীকার করলে এই উম্মতের চেয়ে হতভাগা উম্মত দুনিয়ায় আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। এছাড়া আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও বলতে পারি যে, এই উম্মতে যথেষ্ট সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহ্ হয়েছেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) এই সিদ্দিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই রসুল করিম (সাঃ) বলেছেন, "অবুবাকরিন আফজালু হাজিহিল উম্মাতি ইল্লা আইয়াকুনা নাবীউন"। (কনজুল হাকায়েক ফি হাদিসে খায়রুল খালায়েক) অর্থাৎ আবুবকর এই উম্মতে সর্বশ্রেষ্ঠ, কেবল নবী ব তিরেকে। জামেউস সগীরেও প্রায় অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এই স্পষ্ট ভাষায় হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে উম্মতি নবী ব্যতিরেকে সিদ্দিক হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) বলেছেন, "এই উম্মতের মধ্যে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে অনুসরণ করার ফলে হাজার হাজার হাজার আওলীয়া সৃষ্টি হয়েছেন আর এমন একজনও হয়েছেন যিনি উম্মতি এবং নবীও।' (হকিকাতুল ওহী, হাশিয়া ২৮ পৃঃ)

শেষ কথা

এ পর্যন্ত আখেরী জামানার মসিহ্ নবীউল্লাহ্ সম্বন্ধে যা আলোচনা করা হয়েছে, আশাকরি তা সত্য সন্ধানীদের জন্য যথেষ্ট। এখন পুস্তকের ইতি রেখা টানার আগে বর্তমান যুগে প্রতিশ্রুত মসিহ্ হওয়ার দাবীদার হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। এই মহাপুরুষ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের কাদিয়ান নামক (হাদিস বর্নিত) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৯ সনে প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী ও মসীহ্ হওয়ার দাবী করেন এবং বয়েত গ্রহণ করেন। নিজের দাবী সম্বন্ধে তিনি বলেন "আমাকে খোদা তায়ালার পবিত্র ওহী দ্বারা সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে আমি তাঁর পক্ষ হতে মসিহে মওউদ এবং মাহ্‌দীয়ে মাহুদ এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহিরের সকল প্রকার মতবিরোধের আমিই হাকাম বা মীমাংসা-কারী। (আরবাঈন—১, পৃঃ ৪০) অন্যত্র বলেছেন "আমি সেই মওউদ, যার নাম নবী সম্রাট (সাঃ) নবীউল্লাহ্ রেখেছেন।" (নজুলুল মসিহ্, ৪৮ পৃঃ)। তাঁর কাছে অবতীর্ণ দুটি ইলহাম হল, 'মসিহ্ ইবনে

মরিয়ম রসুলাল্লা মারা গেছেন, আর তাঁর রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তুমি এসেছ। ওয়া কানা ওয়াদুল্লাহে মাফউলা।" (ইজালায়ে আওহাম, ৫১১ পৃঃ)। "আনতা আশাদ্দু মুনাসাবাতান বি ইসাবনে মরিয়ামা ওয়া আশবাহুন্নাছে বিহি খুলুকান ওয়া খালকান জামানা।" (ঐ ১২৪ পৃঃ)

অর্থঃ—ইসা ইবনে মরিয়মের সঙ্গে তোমার সব চেয়ে বেশী মিল রয়েছে এবং তুমি আকৃতি, প্রকৃতি ও যুগের দিক দিয়ে সকলের চেয়ে তার সদৃশ। তাঁর আগমণের ফলে ক্রুশভঙ্গ হয়েছে। শূকর নিধন এবং ধর্মের নামে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ক্রুশভঙ্গ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, খ্রীষ্টানদের ধাতু অথবা কাষ্ঠ নির্মিত + ক্রুশ চিহ্নগুলি ভঙ্গ করা হয়েছে। বরং এর প্রকৃত অর্থ হল, ক্রুশের উপর যীশু প্রাণ ত্যাগ করে সমগ্র পাপী মানবের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন বলে বর্তমান খ্রীষ্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে যুক্তি, প্রমাণ দ্বারা মিথ্যা সাব্যস্ত করা। ক্রুশের উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করা। বর্তমান ক্রুশীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা পৌলও একথা স্বীকার করেছেন যে, "আর খ্রীষ্ট যদি (ক্রুশ মৃত্যুর পর) উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাও বৃথা।" (১ করিন্থীয়, ১৫ঃ ৪)। হা, এই শূলকেই মসিহে মওউদ (আঃ) ভঙ্গ করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী শরহ সহী বোখারীতে লিখেছেন, "আল্লা তায়ালা অনুগ্রহ করে এ বিষয় আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, কাছরে ছলীব অর্থ খ্রীষ্ট ধর্মকে মিথ্যা প্রমাণ করা, কেননা ওরা বিশ্বাস করে যে, ইহুদীগণ ইসা (আঃ) কে শূলে দিয়ে বধ করেছিল। কিন্তু আল্লাহতায়ালা কোরআন মজিদে সংবাদ দিয়েছেন যে, শূলে যীশুর মৃত্যু হয়েছে। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।" (জিলদ—৫, পৃঃ ৫৮৪) আল্লামা কুতুব উদ্দীন ও লিখেছেন, "অতএব ক্রুশ বা শূলকে ভঙ্গ করবেন ও খ্রীষ্ট-ধর্মকে বাতিল করে দিবেন।" (মজাহেরুল হক, শরাহ মেশকাত, জি—৪, পৃঃ ৩৮৪)। (এ সম্বন্ধে আমার বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস' পুস্তক পাঠ করুন)। খতমে নবুওত পুস্তিকার লেখকও একথা মানতে বাধ্য হয়েছেন। (দেখুন খতমে নবুওত শেষ পৃষ্ঠা)। তেমনি শূকর বলতে জংগলের শূকর নয়, বরং শূকর দ্বারা অপবিত্র, কাফের এবং ইসলামের শত্রু শূকর প্রকৃতি বিশিষ্ট খ্রীষ্টানদেরকে বুঝান হয়েছে। মুস্তাখাল কালাম বর হাসিয়া তাতিরুল আনাম, জিলদের এক, ১৫ পৃষ্ঠায় আছে, "শূকর বলতে শক্তিশালী কাফের, খ্রীষ্টান ইত্যাদি বুঝায়।" হযরত ইসা (আঃ) শূকর বলতে অপবিত্র বুঝিয়েছেন। (দেখুন, মথি ৬ঃ৭)। মসীহে মওউদ (আঃ) এইসব শূকর প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকদেরকে মোবাহেলা দ্বারা বধ করেছেন। তাঁর বদ দোয়ায় নিহিত কাফেরদের মধ্যে আর্য সমাজী পণ্ডিত লেখরাম এবং আমেরিকার প্রতাপশালী খ্রীষ্টান পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডুই প্রভৃতি প্রধান। পবিত্র কোরআনেও এই ধরণের লোকদেরকে শূকর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। (মায়েদা ৯ রুকু দ্রষ্টব্য)। কোন কোন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, আখেরী জামানায় এই উম্মতের ও কিছু সংখ্যক লোককে (গানের শিল্পীদেরকে) শূকরে পরিণত করা হবে। (বোখারী ও মৌলানা আবদুল হাই কৃত মাযমুয়া ফতোয়ায়ে মসনদে এবনে আবিদ্দুনিয়া)। মসিহে মওউদ (আঃ) তাঁর জামাতের লোকদেরকে এইসব গান বাজনা এবং সিনেমা, থিয়েটারের মন্দ প্রভাব থেকে রক্ষা করেছেন। ফলে তাদের অন্তরের অপবিত্র শূকর প্রকৃতি গুলি সম্পূর্ণ মৃত হয়ে গিয়েছে। তাই আজ এই সব পবিত্র চেতা লোকদের সমন্বয়ে গঠিত আহমদী জামাত দুনিয়ার সর্বত্র ইসলামের বাণীকে প্রচার এবং প্রসারের জন্য নিজেদের জান ও মাল কোরবানী করে চলেছেন। (এ সম্বন্ধে 'বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার' পুস্তক পাঠ করুন)। ওয়া আখেরুদ্দাওয়ানা আনিলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন!

সংবাদ

দোয়ার তাহরিক

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) গত ১৫ই মার্চ ৬৮. তারিখে জুমার খুতবায় জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে নিম্নোক্ত দোয়াটি এক বৎসরকাল পাঠ করিবার জন্য বিশেষ আবেদন জানাইয়াছেন। দোয়া :—

"সোবহানাল্লাহে ওয়া বেহাম্দিহি সোবহানাল্লাহেল আজিম, আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মাদেঁও ও'য়ালে মোহাম্মাদ।"

বন্ধুগন,

চলতি সনের ১লা মুহররম হইতে আরম্ভ করিয়া উল্লেখিত দোয়াটি প্রত্যহ নির্ধারিত ভাবে পাঠ করিয়া হুজুরের তাহরিককে সুদৃঢ় করিবেন। সর্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, ইহা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর একটি বিশেষ ইলহামী দোয়া।

জামাতের সকল কর্মকর্তাকে জানানো যায় যে, তাহারা যেন উক্ত তাহরিকে নিয়মিত অংশ গ্রহন-কারীদের তালিকা প্রাদেশিক আমীরের নিকট প্রেরন করেন।

ডায়মণ্ড হারবারে অধিবেশন

॥ গত ৩।৩।৬৮ তারিখে ডায়মণ্ড হারবারে খুদ্দামুল আহমদীয়ার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রাক্তন আহমদী জনাব পিয়ার আলি সাহেব। কোরআন তেলোয়ত করেন জনাব মাষ্টার আলি আকবর সাহেব। ভাষণ দেন জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব, মাষ্টার আলি আকবর সাহেব, জনাব আরফত আলি সাহেব ও মাষ্টার মাশরেক আলি সাহেব। সভায় ইসলামের ঘোর দুর্দিনে খুদ্দামদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচিত হয়।

॥ গত ২৪।২।৬৮ ফেব্রুয়ারী 'তবলীগ' জামাত কর্তৃক এক আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মগরাহাট অঞ্চলে। সভায় জীবন বিপন্ন করেও কৃতিত্বের সঙ্গে আহমদীগণ অন্যূন দু হাজার প্যাম্পলেট বিলি করেন।

কেন্দ্রীয় মজলীশে সূরা

বিগত ৫ই, ৬ই ও ৭ই এপ্রিল, '৬৮ কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রাবওয়ায় তিন দিবস ব্যাপী মজলিশে সূরা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের সকল জামাত হইতে প্রতিনিধিগণ এই সূরায় যোগদান করেন। পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম হইতে জামাতের প্রেসিডেন্ট, মৌলবী গোলাম আহমদ সাহেব, মৌলবী মাহমুদ আহমদ সাহেব, দিনাজপুর হইতে মৌলবী হেকিম সাজেদুর রহমান সাহেব; সুন্দর বন হইতে জামাতের প্রেসিডেন্ট, মৌলবী সামছুর রহমান সাহেব এবং ঢাকা হইতে আমীর মৌলবী এস. এম. হাসান সাহেব, মৌলবী শহীদুর রহমান সাহেব ও মৌলবী সামছুর রহমান সাহেব যোগদান করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক দপ্তরের পক্ষ হইতে প্রাদেশিক আমীর মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব এবং জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী সামছুর রহমান সাহেব উক্ত সূরায় তশরীফ আনয়ন করেন।

সূরায় আলোচিত বিষয় ইনশাল্লাই আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা যাইবে। মো. আ. সা.

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 16·50
Our Teachings —	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadivat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8 00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and Communism	,,	Rs 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়্যাত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পড়ুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	লিখক—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়ম	,, ,,
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
৫।	হোশান্না	,, ,,
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	,, ,,
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	,, ,,
১১।	নজুলে মসিহ নবীউল্লাহ	,, ,,

এক টাকা অথবা সাতটি পনের পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে এইসব পুস্তক পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :
এ টি. চৌধুরী
কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স
২০. ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca-
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.